৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা, ১৯ ভাদ্র – ২৫ ভাদ্র, ১৪২৭ ঃ ৫ সেপ্টেম্বর – ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২০

Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 44, 5 SEPTEMBER - 11 SEPTEMBER, 2020 ৪ পাতা, মূল্য ২ টাকা

দাম কমল

❑ছাপা, বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন প্রতিটা ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার কারণে বর্তমান লকডাউন পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে আলিপুর বার্তার পৃষ্ঠা কমিয়ে চারপাতা করতে হয়েছে। খরচের বোঝা সত্ত্বেও পাঠকের সুবিধার্থে এই সংখ্যা থেকে পুণরায় আট পাতা না হওয়া পর্যন্ত পত্রিকার দাম ৩টাকা থেকে কমিয়ে ২টাকা করা হল।

দেখুন আর **সাবস্ক্রাইব** করুন আমাদের **ইউ টিউব** চ্যানেল

ALIPUR BARTA

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ইউজিসির নির্দেশিকার বিরুদ্ধে করা মামলা খারিজ করে দিয়ে

সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে সমস্ত পরীক্ষা শেষ করতে হবে। পরীক্ষা না দিয়ে পাশ করানো চলবে না।

রবিবার : লকডাউন নিয়ে রাজ্যের যথেচ্ছাচারের অভিযোগের

মধ্যে রাশ টানল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক নির্দেশিকা দিয়ে জানিয়ে দিল কনটেনমেন্ট জোনের বাইরে লকডাউন করতে হলে কেন্দ্রের অনুমতি লাগবে। রাজ্য অবশ্য তা মানতে নারাজ।

সোমবার : জিএসটির ক্ষতিপূরণ দেওয়া নেওয়া নিয়ে

সম্মুখ সমরে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। রাজ্য ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে দেবার দাবি জানালেও অর্থাভাবের কারণে কেন্দ্র তা মেটাতে নারাজ। কেন্দ্র চায় ঘাটতি মেটাতে ঋণ নিক রাজ্য।

মঙ্গলবার : ভালো-মন্দ, দুঃখ-কষ্ট, চাওয়া-পাওয়ার উর্দ্ধে উঠে

গেলেন ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের প্রবাদপ্রতিম নেতা ভারতরত্ন প্রণব মুখোপাধ্যায়। পড়ে গিয়ে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ও করোনায় আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করলেন বাংলার প্রণবদা।

বুধবার : সমস্ত আলোচনা ও কূটনৈতিক রীতিনীতি জলাঞ্জলি দিয়ে

লাদাখে ফের অনুপ্রবেশের চেষ্টা চালাল চিন। যোগ্য জবাবে দখলদারির চেষ্টা ব্যর্থ করেছে ভারতীয় সেনা। কিন্তু এ আগ্রাসন যে কমবার নয় তা ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

বৃহস্পতিবার : জনপ্রিয় মোবাইল গেম পাবজি সহ ১১৮টি অ্যাপ ফের

নিষিদ্ধ করল ভারত সরকার। চিনা হামলার প্রতিবাদে একে ভারতের ডিজিটাল জবাব বলে আখ্যা দিচ্ছেন অনেকে।

শুক্রবার : হয়ে গেলো মেট্রো-রাজ্য বৈঠক। পরের বৈঠক ডিজিটাল

প্রযুক্তি নিয়ে। মেট্রো চড়তে শুধু স্মার্ট কার্ড নয় বিমান বন্দরের ধাঁচে চালু হতে পারে ই-বোর্ডিং পাশ। চূড়ান্ত হলে জানানো হবে নিয়মবিধি।

সবজান্তা খবরওয়ালা

চিকিৎসা বিভ্রাটে স্বাস্থ্য অধিকর্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঘটা করে মহারাজার আমলের তৈরি এম জে এন হাসপাতালকে রাজ্য সরকার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রূপান্তরিত করে। তারপর থেকেই জেলার মানুষের মধ্যে নতুন উন্মাদনা তৈরি হয়। তারা ভাবতে শুরু করেন এবার থেকে কোচবিহার জেলাতেও পাওয়া যাবে উন্নত চিকিৎসা। কিন্তু বাস্তব চিত্রটা একদমই ভিন্ন। আরো একবার কোচবিহার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হাড়-কঙ্কাল চিত্র ফুটে উঠল করোনার দৌলতে। এবার অভিযোগ করলেন খোদ স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা।

কোচবিহার জেলার ডেপুটি সিএমওএইচ (১) বিশ্বজিৎ রায় ১ সেপ্টেম্বর বুকে ব্যথা নিয়ে কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন। এরপর তিন দিন ধরে কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সিসিইউতে কার্যত বিনাচিকিসায় পড়ে থাকেন তিনি। তিনি অভিযোগ করেনবুকে ব্যথা নিয়ে ভর্তি হবার পরেও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুরা তাকে গুরুত্ব দিয়ে চিকিৎসা করেননি। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেন কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সিসিইউয়ের প্রত্যেকটি বাতানুকূল

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ডেঙ্গু আক্রান্ত কোচবিহারের ডেপুটি সিএমওএইচ

যন্ত্র খারাপ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ফলে অসহ্য গরমে প্রত্যেকটি রোগীর জীবন ওষ্ঠাগত। এমত অবস্থায় বাধ্য হয়ে তিনি একটি টেবিল ফ্যান জোগাড় করে চিকিৎসারত ছিলেন কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজে। তিনদিন ধরে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে এবং মেডিক্যাল কলেজের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুরা কার্যত চিকিৎসা করেননি বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি নিজে একজন ডাক্তারবাবু, তাই নিজের শারীরিক অবস্থার অবনতির হচ্ছে বুঝে নিজে থেকেই রক্ত পরীক্ষা করান। রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট আসতেই ধরা পড়ে তিনি ডেঙ্গুতে আক্রান্ত এবং তার প্লেটলেটের মাত্রা অত্যন্ত কমে গিয়েছে। এমত অবস্থায় এক প্রকার বাধ্য হয়ে কোচবিহার জেলার স্বাস্থ্য অধিকর্তা বিশ্বজিৎ রায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে বন্ড দিয়ে কোচবিহারের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি হন। তিনি অভিযোগ করেন কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার পরিবারের লোকজনকে তার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। পাশাপাশি তিনি কেন ব্যক্তিগতভাবে রক্ত পরীক্ষা করেছেন তা নিয়েও তার সাথে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয় কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কর্তব্যরত ডাক্তারবাবুদের । তিনি বলেন বাধ্য হয়েই নিজের পরিবার ও নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করে হাসপাতাল পরিবর্তন করেন।

এই ঘটনা কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে একজন স্বাস্থ্য বিভাগের অধিকর্তার চিকিৎসা যদি সঠিকভাবে না হয় সে ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের অবস্থা কি।

উল্লেখ্য, বিশ্বজিৎবাবু একজন মহামারি বিশেষজ্ঞ। করোনা টেস্ট করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দায়িত্বশীল ভূমিকা গ্রহণ করেন। নিজের জীবনকে বিপন্ন করে জেলা জুড়ে প্রায় ৫০০০ টেস্ট একা হাতে শেষ করেন।

এরপর তিনের পাতায়

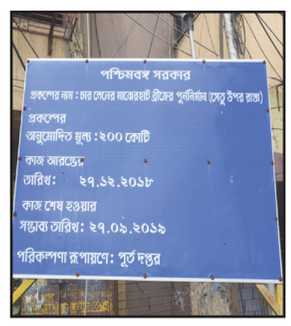

বিলম্বিত লয় : ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০। দক্ষিণ কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার গেটওয়ে প্রাক্তন মাঝেরহাট সেতুর মৃত্যুর ২ বছর পূর্ণ হল। কিভাবে হঠাৎ মাজা ভেঙে এই মৃত্যু ঘটেছিল তা জানতে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে লালবাজার। দুঁদে গোয়েন্দা গোষ্ঠী, ন্যাশনাল টেস্ট হাউস, পূর্ত বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারকুল, আইআইটি সকলেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কারণ অধরা। সাধারণ মানুষ অবশ্য মৃত্যুর কারণ নিয়ে চিন্তিত নয়। তাদের দাবি হয়রানি বন্ধ করতে অবিলম্বে পুনর্জন্ম হোক মাঝেরহাট সেতুর। সরকারি সূচি অনুযায়ী জন্মের সময় পেরিয়ে গিয়েছে অনেকদিন। এখন চলছে দোষারোপের পালা। রাজ্য সরকার বলছে মেট্রো ছাড়পত্র দিচ্ছে না। মেট্রো বলছে তথ্য দিচ্ছে না রাজ্য। এর মাঝে এগলি-ওগলি দিয়ে খুঁড়িয়ে চলছে দক্ষিণ কলকাতার নাগরিক জীবন। ছবি : অরুণ লোধ

উন্নয়নের ঢক্কানিনাদে জমা জলের দুর্ভোগ

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: তৃণমূল কংগ্রেসের জমানায় রাজ্যজুড়ে বহুল ব্যবহৃত শব্দটি হল উন্নয়ন। সেই উন্নয়নের ঢক্কানিনাদ সমানে শোনা যাচ্ছে পূর্ব বর্ধমান জেলার দাঁইহাটেও। অথচ ছোট্ট এই শহরবাসীর অনেককেই বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে দিনের পর দিন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। ভুক্তভোগী বাসিন্দারা দাঁইহাট পুরসভায় এবিষয়ে একাধিকবার অভিযোগ জানালে মিলেছে শুধুই শুকনো আশ্বাস। ফলে ক্ষোভ বাড়ছে।

পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী ও ভাগীরথী নদীর ডান তীরবর্তী দেড় শতাধিক বছরের ঐতিহ্যবাহী দাঁইহাট শহর এখনও পর্যন্ত সার্বিক উন্নতির নিরিখে বহুলাংশে পিছিয়ে রয়েছে। একদা সুবিখ্যাত কাঁসা-পিতল শিল্পকেন্দ্র এই দাঁইহাট

শহরের বর্তমানে ১৪ টি ওয়ার্ডের জনসংখ্যা মাত্র ২৮ হাজারের আশেপাশে। আয়তনে ছোট্ট হলেও শহরটি দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিক বিদ্বেষ ও প্রশাসনিক ঔদাসিন্যের শিকার। ফলে শহরটির সার্বিক উন্নতি আক্ষরিক অর্থে ব্যহত। এতদিনের পুরনো শহর হলেও শিল্প, বাণিজ্য সহ বহুমুখী কর্মসংস্থান, উচ্চশিক্ষা, বাস যোগাযোগ ব্যবস্থা, উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা, স্বাস্থ্যসম্মত পানীয় জল ও উন্নততর নিকাশি ব্যবস্থা সহ রাস্তাঘাট প্রভৃতি ক্ষেত্রে এখনও বিস্তর ঘাটতি রয়েছে। এই পুরশহরের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ এখনও জলাভূমি ও কৃষিজমি এবং বন্যাপ্রবণ এলাকা হিসেবে পরিগণিত। বর্ষাকালে শহরের বিভিন্ন জায়গার পুকুর, খাল প্রভৃতি ছাপিয়ে বাড়িঘরে জল ঢুকে যায়।

এরপর তিনের পাতায়

কাঁচা চালানেই ঘোটালা আলু আড়তদারদের

বরুণ মণ্ডল : ১৬ টাকা থেকে বাড়তে বাড়তে দ্বিগুণের অধিক ৩৫ টাকা কেজি প্রতি জ্যোতি

আলুর দাম এসে যখন দাঁড়াল তখন এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের (ইবি) আধিকারিকদের মনে এলো, আলুর পাইকারি দর কত যাচ্ছে। খুচরো বিক্রেতাদের কাছে পাকা চালান দেখতে ইডি-র আধিকারিকরা ৩ সেপ্টেম্বর সকালে কলকাতার বিভিন্ন বাজারে হানা দেন। রাজ্য সরকার ২৫ টাক কেজি দরে আলুর দাম বেঁধে দেওয়া সত্ত্বেও কেন ৩২-৩৫ টাকা দামে বিক্রি করা হচ্ছে, তা জানতে চান তারা। নাগেরবাজার, শ্যামবাজার, মানিকতলা, কোলে মার্কেট, জানবাজার, শিয়ালদহ, ল্যান্সডাউন, লেক মার্কেট, যদুবাবুর বাজার, গড়িয়াহাট, যাদবপুর, বিজয়গড় সহ বিভিন্ন বাজারে এই অভিযান চালান ইবি আধিকারিকরা।

আলুর দাম কোথাও ৩৫ টাকা কেজি, কোথাও ৩৭ টাকা কেজি আবার কোথাও ৩২ টাকা কেজিতে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ কী, তা জানতে এবং বেশ কিছু হিমঘরে হানা দেয় কৃষি বিপণন দফতর এবং পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা। এদিকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিধানসভায় কংগ্রেস ও বাম পরিষদীয় দল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।

এরপর তিনের পাতায়

আমন চাষে নিম্নচাপের প্রভাব

কল্যাণ রায়চৌধুরী : সাম্প্রতিক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় আমফানের পর অতি সাম্প্রতিক তিনদিনব্যাপী নিম্নচাপ। প্রাকৃতিক এই জোড়া ফলায় উত্তর চব্বিশ পরগনার কৃষিক্ষেত্র ব্যাপক ক্ষতির মুখে

পড়েছে বলে মনে করছেন স্থানীয় কৃষকরা। এই সময়টা আমন চাষের সময়। পাশাপাশি রয়েছে খরিফ শস্যও। জেলার বহু ধানি জমি টানা তিনদিনের বৃষ্টিতে ডুবে গেছে। আমন চারার উপর দিয়ে বইছে জল। ক্ষতি হবে সবজি চাষেও বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট কৃষকরা। উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগাঁ মহকুমার বনগাঁ ব্লক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। এই ব্লকের চৌবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার যমুনা নদীর সংস্কারের অভাবে তার জল ইছামতী নদীতে না পড়ে দু'কূল ছাপিয়ে তার তীরবর্তী কয়েক হাজার হেক্টর আমন ধানের জমি ভাসিয়ে দিয়েছে। এমনটাই জানালেন স্থানীয় কৃষক রাহুল সরকার, বিপুল সরকাররা। তারা বলেন বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মাঠের পর মাঠ আমন চাষ হয়েছে। কিন্তু এই তিনদিনের টানা বৃষ্টিতে ধান গাছের গোড়ায় জল জমে। তাতে পচন ধরে গাছগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। বনগাঁ ব্লক কৃষক নেতা নারায়ণ বিশ্বাস জানান, এই ব্লকের ১৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে প্রায় সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জল ছাপিয়ে বইছে।

এরপর তিনের পাতায়

গঙ্গাসাগর মেলা হবে তো?

কুনাল মালিক : দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় গঙ্গাসাগর মেলা এবার কোভিড ১৯ পরিস্থিতিতে আদৌ আয়োজন করা সম্ভব হবে তো ? এটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। যদিও মেলার সময় আসতে এখনও চার মাস বাকি। কিন্তু লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর আগমনের জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন এবং অবশ্যই রাজ্য সরকারকে আগে ভাগেই তৎপরতা শুরু করতে হয়। মেলা হবে কি হবে না- সে নিয়ে টানাপোড়েন চলছিল। কিন্তু গত সপ্তাহে আলিপুরে জেলা শাসক ডঃ পি উলগানাথনের উপস্থিতিতে উর্ধ্বতন আধিকারিকরা মেলা নিয়ে একটি বৈঠক করেন। জেলা প্রশাসন

সূত্রের খবর কোভিড ১৯ এর কথা মাথায় রেখে কিভাবে মেলা করা যায় তার রূপরেখা স্থির করার চেষ্টা হচ্ছে। যদিও এখনও ভিন রাজ্যের ট্রেন বা বাস সেভাবে চলাচল করছে না। তবে আগামী দিন যদি তা কিছুটা স্বাভাবিক হয় তাহলে পুণ্যার্থীরা এ বছর কতটা মেলায় আসবেন তা নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন থেকে যায়। তবুও বহু প্রাচীন ও ঐতিহ্যপূর্ণ গঙ্গাসাগর মেলার আকর্ষণ আজও সমান আকর্ষণীয়। তাই মেলা একবারে বন্ধ করে দিয়ে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত হানতে নারাজ রাজ্য সরকার। গত বছর আমরা দেখেছিলাম দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা প্রশাসন আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিকে মেলায় প্রয়োগ করেছিল।

এরপর তিনের পাতায়

দলবদলের নয়া ছবিতে লাভ হবে কী আদৌ?

পার্থসারথি গুহ : বেশ কিছুদিন ধরেই রাজ্য রাজনীতিতে একটা ছবি ঘন ঘন দেখা যাচ্ছে। মূলত শাসক তৃণমূল ও প্রধান প্রতিপক্ষ বিজেপিকে ঘিরেই এই চিত্রনাট্য সংগঠিত হচ্ছে। রাজ্যের ক্ষেত্রে ছবিতে অবশ্য ঠিক নতুন নয়। ২০১১ সালের পালাবদলের পর থেকে তৃণমূলে এই যোগদানের ছবি প্রায়ই দেখা যেত। সেই প্রেক্ষাপটে বিধায়ক থেকে হেভিওয়েট নেতাদের জার্সি বদলের দৃশ্য বেশি চোখে পড়ত। আর এই কর্মকাণ্ডের মূল কারিগর ছিলেন তৎকালীন ঘাসফুল ব্রিগেডের নম্বর ২ নেতা মুকুল রায়। বস্তুত, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এই ছবি তখনকার আবহে নিশ্চিতভাবেই নতুনত্বের আমদানি ঘটিয়েছিল।

বাম জমানার মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা, ফরওয়ার্ড ব্লকের উদয়ন গুহ, বিধাননগরের ডাকসাইটে সিপিএম নেতা তাপস চট্টোপাধ্যায় থেকে কংগ্রেসের এক ঝাঁক বিধায়ক ও প্রথম সারির নেতাদের তৃণমূলে যোগের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল তখন। সেই দলবদলের আবহে সাময়িক ভাঁটা পড়ার পর সেটা আবার রাজ্য বিজেপিতে পরিলক্ষিত হতে শুরু করেছিল। তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ অনুপম হাজরা, সৌমিত্র খাঁ, প্রাক্তন

মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়, অর্জুন সিং প্রমুখের তৃণমূল ছেড়ে পদ্মের হাত ধরার এই পটবদলের ক্ষেত্রেও সেই একটা নামই উঠে এসেছিল সামনে । তিনি এক এবং অদ্বিতীয়ম মুকুল রায়। যদিও পরবর্তীতে বিজেপিতে মুকুলের স্টিয়ারিং চেপে ধরে দলের ক্ষমতাসীন শিবির। ঠারেঠোরে তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় বিজেপিতে থাকতে হলে এই দলের নিয়ম মেনে চলতে হবে দেশের প্রাক্তন এই রেলমন্ত্রীকে।

সেই দলবদলের পুরনো ছবিটাই আবার পরিস্ফুট হতে শুরু করেছে বছরের মাঝামাঝি পর্ব থেকে। ভরপুর কোভিড আবহ সত্ত্বেও এক দলের পতাকা ছেড়ে অপর দলের পতাকা ধরার এই নাটক এখন চলছে দস্তুরমতোই। সবপক্ষই দাবি করছেন বিরোধীদের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের দলে শামিল করার কথা। কিন্তু, কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে রুই-কাতলা নয় চুনোপুটিদের নিয়েই ইধার-উধার চলছে। অবশ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই দলবদলকে বিপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টির কৌশল হিসেবে দেখছে রাজনৈতিক মহল। দলীয় কর্মী সমর্থকদের ভোকাল টনিক দিতেই মূলত এই দৃশ্যের অবতারণা করা হচ্ছে। তৃণমূল ও বিজেপি এই ক্ষেত্রে সবার থেকে এগিয়ে। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ ছুটে বেড়াচ্ছেন উভয় দলের নেতারা। আর জার্সি বদলের কাজকে ত্বরান্বিত করছেন। মাঠে সক্রিয় রয়েছে টিম পিকেও। তাঁর সংস্থাও নিজেদের মতো করে বিজেপি বা বামফ্রন্টকে ভেঙে দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে। অনেক বিধায়কের কাছেও নাকি প্রস্তাব যাচ্ছে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার। যদিও রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারনা এভাবে ভোটের আগে রঙ বদলের খেলা একটা আইওয়াশ মাত্র। বিধানসভার প্রকৃত যুদ্ধ শুরু হবে দুর্গাপুজো বা কালী পুজোর পর। কিংবা একেবারে নতুন বছরের শুরুতে।

জনদরদী নেতার খোঁজে বাঙলা

ওঙ্কার মিত্র : লোভ লালসার ঝুলি নিয়ে স্বচ্ছ ভাবমূর্তির লোক খুঁজে বেড়াচ্ছেন কোনও রাজনৈতিক দলের মেন্টর, বাংলার রাজনীতিতে এ এক নতুন আঙ্গিক সন্দেহ নেই। এর আগে বাংলার রাজনীতিতে দল ভেঙেছে, রাজনীতিকরা এদল-ওদল করেছেন নিজের তাগিদে। কেউ আদর্শের খাতিরে আবার কেউ ক্ষমতা বা অন্য কোনও ধান্দায়। কিন্তু মন্ত্রীত্ব ও বিধায়ক পদের লোভ দেখিয়ে অন্য দলের কর্মী-নেতাকে নিজের দলে আহ্বান, সত্যিই অভূতপূর্ব।

এই রাজনৈতিক চর্চার পাশাপাশি ভেবে দেখতে হবে বাংলায় কি স্বচ্ছ ভাবমূর্তির নেতা-নেত্রী পাওয়া সত্যিই দুষ্কর হয়ে উঠছে? স্বাধীনতার পর কংগ্রেসী নেতা-নেত্রীদের প্রতি জনগণের ভালোবাসা ও আস্থা ছিল অগাধ। তাঁদের গায়ে তখন স্বাধীনতা সংগ্রামের গন্ধ, চোখে দেশ গড়ার স্বপ্ন। অথচ সে মোহও ভঙ্গ হয়ে গেল একদিন। নানা ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে অভুক্ত-বঞ্চিত বঙ্গবাসীর আশা-ভরসা হয়ে উঠতে শুরু করল বামেরা। বামপন্থী নেতা কর্মীদের দেখে তখন শ্রদ্ধায় মাথা নত করত সাধারণ বাঙালি। কারণ একটাই তারা সৎ এবং সাধারণ মানুষের দুর্দশা মোচনের কথা ভাবেন। প্রত্যাশিত ভাবেই স্বাধীনতা সংগ্রামের পীঠস্থানে একদিন ক্ষমতা দখল করল বামেরা। মাত্র ৩৪ বছরে সে বিশ্বাসও চলে গেল একদিন। সর্বহারার মুক্তিদূত বামপন্থীরা মানুষের চোখে

বিবেচিত হয়ে গেল সর্বহারার শত্রু রূপে।

প্রতিবাদী মুখ হয়ে উঠে এলেন সাধারণ ঘরের এক মহিলা। খুব গোছানো-গাছানো না হলেও দুর্দশা মোচনের প্রতীক হিসাবে অকুণ্ঠ সমর্থন পেলেন বঙ্গবাসীর। ক্ষমতায় এলেন বঞ্চিত, নিপীড়িত, খেটে খাওয়া মানুষের আশীর্বাদ। সকলে ভাবলেন দীর্ঘ বামপন্থী শাসনে যে পাঁক জমেছে তা সাফ করে দেবেন এই জননেত্রী। সত্যি সত্যি সেই দিশাতে কাজও শুরু হল। চারিদিকে উন্নয়নের বন্যা বয়ে যেতে লাগল বাঙলা জুড়ে। এতদিনের লাল নেতাদের সরিয়ে পুজো পেতে শুরু করলেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, স্বামীজি, নেতাজি থেকে ভারতীয় মনীষীরা। কিন্তু মাত্র সাত আট বছরে পরিবর্তনের সেই মিষ্টি স্বাদ কেমন পানসে হয়ে গেল। কোথা থেকে ভিড় করে এল সারদা, নারদা, কাটমানি, সিন্ডিকেট। অতীতের পাঁক তো সরলই না, জমা হল আরও নতুন পাপ। তার মধ্যে কোভিডের মত মহামারি আর আমফানের মতো দুর্যোগ কঙ্কালের উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে গেল মখমলের চাদরটা। প্রতিদিন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্যের দুর্নীতিতে বেআব্রু হচ্ছে বাঙলা।

কেন এমন হল? রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে বাঙলায় রাজনৈতিক রং পরিবর্তন হচ্ছে বটে কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের চরিত্র পরিবর্তন হচ্ছে না।

এরপর তিনের পাতায়

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা, ৫ সেপ্টেম্বর – ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২০

তাঁর সুযোগ ছিল

তিনি করতে পারতেন অনেক কিছু। তার হাতে উঠে এসেছিল দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতা। শুরুটা হয়েছিল বাংলার এক প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে। ধাপে ধাপে তার উত্থান আজও এক দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। ইন্দিরা গান্ধির নেক নজরে আসার পরেই দিল্লির রাজনৈতিক দরবার তাঁর জন্য প্রশস্ত হয়ে গিয়েছিল। বাঙালির অনেক প্রত্যাশার মধ্যে রাষ্ট্রপতি পদটির অবশ্যই গর্বের।

স্মৃতির সরণীতে ফিরে গেলে উল্লেখ করতে হয় একটি ঘটনা যা একান্ত ব্যক্তিগত হলেও জাতির জীবনে একটি প্রত্যাশার অপমৃত্যু বলা যায়। সময়টা আশির দশক। প্রণব মুখার্জীর রাজনৈতিক গুরু ও তাম্রলিপ্ত সরকারের সেনাপতি বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়ের মরদেহ শেষকৃত্যের জন্য এসেছিল দক্ষিণ কলকাতার কেওড়াতলা মহাশ্মশানে। মাতুলের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে ঘটনাচক্রে সেই মুহূর্তে উপস্থিত থাকতে হয়েছিল। রাজীব গান্ধির সঙ্গে বিবাদের কারণে ঠিক এক মাস আগে বহিষ্কৃত হয়েছেন সদ্য প্রয়াত, রাজনীতিকদের বর্ণিত 'চাণক্য'। সেই সময়ে এই মহাশ্মশানে প্রণব মুখার্জী একান্তে নিঃসঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে। মঞ্চে তৎকালীন কংগ্রেসের নানা পর্যায়ের নেতৃত্ব স্লোগানে মুখর করেছেন। প্রণব মুখোপাধ্যায়কে সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম নেতাজিকে নিয়ে দিল্লির এই অবিচার এবং গোপনীয়তা কেন। কিছুদিন আগেই কেন্দ্র পরিচালিত দূরদর্শনের একটি হিন্দি ধারাবাহিক 'রাজ সে স্বরাজ' নেতাজিকে ইচ্ছাকৃতভাবে ভাঁড় হিসাবে দেখানো হয়েছিল। দেশ জুড়ে প্রতিবাদের ঢেউ উঠলেও কোনও সুরাহা হয় নি। তখন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রকের দায়িত্বে ছিলেন অজিত পাঁজা। নেতাজি নিয়ে বিকৃতিকরণ নানা স্তরে তখন চলছে। প্রণববাবু সেদিন আমার ঘাড়ে হাত দিয়ে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমার পরিচয় খুঁটিনাটি। জানিয়েছিলেন নেতাজির মতো অত বড়ো মাপের মানুষের কথা এই পরিস্থিতিতে আলোচনা না করাই ভালো। আমন্ত্রণ করেছিলাম বাড়িতে। এর পরের ঘটনা অতি দ্রুত। রাষ্ট্রীয় সমাজবাদী কংগ্রেস (সুভাষ–ইন্দিরা) দলটি নির্বাচনে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হলো। প্রণববাবু যথারীতি দিল্লির রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর প্রস্থান জাতীয় কংগ্রেস দলটিকে সমৃদ্ধ করলেও নির্দ্বিধায় বলা যায় ইতিহাসের প্রতি তিনি সুবিচার করবার সাহস তিনি দেখাতে পারেন নি। নেতাজি জন্ম শতবর্ষে কলকাতায় নেতাজি ভবনে তথ্য প্রমাণ ছাড়া 'মৃত' ঘোষণা করায় তাঁকে দর্শকদের কাছে নিগৃহীত হতে হয়েছিল। সভা হয়েছিল পণ্ড। পরবর্তীকালে নেতাজি তদন্ত চলাকালে তাঁর ভূমিকা ছিল নিতান্তই নেতিবাচক। তথাকথিত চিতাভস্ম ফিরিয়ে আনার অন্যতম মুখ হয়ে উঠেছিলেন প্রণববাবু। পরবর্তীকালে নেতাজি ভবনে তথাকথিত অন্তর্ধানের গাড়ি চড়া কিংবা নেতাজি প্রসঙ্গে মৌনতা আশাবাদী বাঙালিকে নিরাস করেছিল।

পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর তিনি উত্তরপূর্ব ভারতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত ব্রিটিশ সৈনিকদের স্মৃতি সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাতে গেলেও যাননি আজাদ হিন্দের স্মৃতি সমাধিতে। প্রণব মুখোপাধ্যায় প্রয়াণের পর মূল্যায়ণের যে ঝড় বইছে তাতে তাঁর এই দিকগুলিও উপেক্ষার নয়। তিনি সুযোগ পেয়েছিলেন অনেক কিছুরই। মোদী,মমতা স্বল্প কিছু নেতাজি ফাইল প্রকাশ করে যে পথ দেখিয়েছেন সেই পথ সৃষ্টি অনেক আগেই করতে পারতেন প্রয়াত প্রণব মুখোপাধ্যায়।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র আট

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ–
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথা–
তথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।।৮।।

অনুবাদ

এই প্রকার ব্যক্তি তত্ত্বত সর্বশ্রেষ্ঠ অদেহী, সর্বজ্ঞ, নিষ্কলঙ্ক, শিরাহীন, শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ এবং স্মরণাতীত কাল থেকে সকলের মনোবাঞ্ছা পূরণকারী স্বয়ংসম্পূর্ণ মনীষীকে জানতে পারেন।

তাৎপর্য

এই মন্ত্রে অদ্বয়জ্ঞান পরমপুরুষ ভগবানের অপ্রাকৃত নিত্যরূপের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং এই বর্ণনা থেকে জানতে পারা যায় যে, শ্রীভগবান নিরাকার নন। তাঁর নিজস্ব অপ্রাকৃত রূপ আছে এবং সেই রূপ মোটেই পার্থিব জগতের রূপের অনুরূপ নয়। এই জড় জগতে জীবের রূপসমূহ মূর্তকরণ করেছেন জড়া প্রকৃতি এবং তারা যন্ত্রের মতোই কাজ করে। শিরা–ধমনী ইত্যাদি সহ জীবদেহের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ গঠন অবশ্যই যন্ত্রের মতো, কিন্তু ভগবানের অপ্রাকৃত দেহে ধমনী–শিরাদি কিছুই নেই। এই মন্ত্রে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, তিনি অরূপ বিগ্রহ, অর্থাৎ তাঁর দেহ ও আত্মার মধ্যে কোন ভেদ নেই। আমাদের মতো কোনও প্রাকৃত গুণময় দেহ তিনি ধারণ করেন না। দৈহিক জীবনের জড়–জাগতিক ধারণশর পরিপ্রেক্ষিতে সূক্ষ্ম মন ও স্থূল দেহ থেকে আত্মা ভিন্ন। কিন্তু শ্রীভগবান– এই রকম বিভেদ থেকে ভিন্ন ভগবানের দেহে এবং মনে কোনও ভেদ নেই তিনি পূর্ণ এবং তাঁর মন, দেহ ও স্বয়ং তিনি এক ও অভিন্ন।

ব্রহ্মসংহিসায় ভগবানের এই রকম বর্ণনা আছে। সেখানে তাঁকে সৎ–চিৎ–আনন্দ বিগ্রহ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যা অর্থ করে যে, তাঁর নিত্যরূপ অপ্রাকৃত অস্তিত্ব, জ্ঞান এবং আনন্দ প্রকাশ করে। বৈদিক শাস্ত্রগ্রন্থ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করছে যে, তাঁর দেহ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এভাবেই তাঁকে কখনও কখনও অরূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

ফেসবুক বার্তা

অতীতকে ওভারটেক করা হয়তো সময়ের অপেক্ষা

পার্থসারথি গুহ

তবে এটা ঠিক সূচক সাম্প্রতিক অতীতে যে উচ্চতা দেখেছে তা ফিরে পেতে সামান্য কিছু সময় লাগবে। হয়তো দেখা যাবে আগের হিরোরা পরিবর্তিত অবস্থায় কোনও কাজেই আসছে না। নতুন কিছু সেক্টর বা শেয়ার অন্তর্বর্তীকালীন সময় নিশ্চিতভাবে জায়গা করে নেবে। লগ্নিকারীদেরও তাই এই বিপদের সময় দাঁড়িয়ে এমন কিছু সেক্টর বেছে নেওয়া জরুরি। আর নতুন লগ্নিই বা কীভাবে এগোবে?

তাই অনেকের হয়তো মনে হচ্ছে এখন থেকেই ভাল শেয়ার কেনা শুরু করা উচিত। তাঁদের একটাই কথা বলার। কিনুন, নিশ্চয়ই বিনিয়োগ করুন। কিন্তু আপনার মোট ক্রয় ক্ষমতার পুরোটা ভুলেও এখন লগ্নি করবেন না। যদি খুব ভাল মানের কিছু শেয়ার কিনতেই হয় তবে মোট পুঁজির সিকিভাগ এখন বিনিয়োগ করুন। অপেক্ষা করুন। হয়তো নিফটি ফের ১০ হাজার পর্যন্ত চলে আসতে পারে। সেনসেক্স ৩২ হাজারের জায়গা ছুঁতে পারে। ফলে লগ্নি হবে ধাপে ধাপে। আবারও বলা হচ্ছে ভাল শেয়ার কিনুন ঠিক আছে। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কিনতে হবে সেসব শেয়ারও যা করোনাত্তর জমানার ট্রাম্প কার্ড হয়ে উঠতে পারে।

সাম্প্রতিক ১২ হাজারি উচ্চতার পর প্রায় ৫ হাজার পয়েন্ট খুয়েছিল নিফটি। শতাংশের বিচারে প্রায় ৪০ শতাংশ। এই পতনে আবার বিদেশি ফান্ডগুলোর বড় বিক্রি মস্ত বড় কারণ। তবে আশার কথা এখনও কিনে চলেছেন দেশি মিউচুয়াল ফান্ডগুলো। তারপর

সিদ্ধান্ত নেওয়ার পালা বড় ফান্ডের। অর্থনীতির প্রত্যাবর্তন ঘটলে বাজার ঘুরে দাঁড়াবে। আর ডামাডোল এলে আরও পতনের জন্য তৈরি থাকতে হবে। বিগত সপ্তাহে অর্থবাজার বেশ ব্যাকফুট মেজাজে শুরু করেছে।

অল্প কয়েকদিন আগে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সূচক নিফটির সর্বোচ্চ উচ্চতা ছিল ১২,৩৫০। কিছুদিন সেই রেকর্ড ভাঙল নিফটি। তারপর আবার একটা ছোট্ট্যাক সাড়ে ১১ হাজারের কাছে গোত্তা খেতে দেখা যায় নিফটিকে। সেই জায়গা থেকে ওস্তাদের মার শেষ রাতের মতো সপ্তাহের শেষ দিন ঘুরে দাঁড়াল ভারতীয় সূচকজোর। যা নিসন্দেহে বুল তথা ইতিবাচক লগ্নিকারীদের পক্ষে স্বচ্ছ বাতাবরণ গড়ে তুলছে। কেন্দ্রে স্থায়ী সরকারের পুনর্প্রতিষ্ঠাই এখনও ভারতীয় শেয়ার বাজারকে উদ্দীপ্ত করেছিল। তার সঙ্গে যোগ করতে হচ্ছে বিদেশিদের কেনার ব্যাপারটাও।

প্রসঙ্গত, ২০১৮ র সেপ্টেম্বরে এই উচ্চতা স্পর্শ করে ছিল নিফটি মহারাজ। সেনসেক্সও অনুরূপভাবে নতুন উচ্চতা ছুঁয়েছে। এখন আরো বৃদ্ধি না কিছুটা সেটব্যাক সেটা নিয়েই এখন প্রশ্ন। তবে এবারের কেনায় নিশ্চিতভাবে বিদেশিদের নিয়ন্ত্রণ একটা বড় ব্যাপার। অবশ্য গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়ার খেলা এই বিদেশিরা আগেও দেখিয়েছেন। সেদিক থেকে ডোমেস্টিকরা অনেক নিরাপদ। কিন্তু তাদেরও কেনার একটা লিমিট আছে।

বুলরা মূলত বাজারের বাড়ার পক্ষে সওয়াল করে। আর বেয়াররা ওকালতি করে বাজারের পতনের পক্ষে। শুধু সূচকের বাড়া বা কমার মধ্যেই বুল—বেয়ারদের লড়াই থেমে থাকে না। কোনও শেয়ারের উত্থান পতন নিয়েও এদের আকচাআকচি চলে। সোজা সাপ্টা ভাষায় বললে বুল ও বেয়াররা ইতিবাচক ও নেতিবাচক চিন্তার প্রতিভূ হয়ে থাকে।

যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাই হয়ে উঠবে নতুন আঙ্গিকে নয়া চ্যালেঞ্জ। এখানেও লগ্নিকারীদের অটল থাকতে হবে তাদের বেসিক জায়গায়। হুটপাট করে বিনিয়োগ না বাড়িয়ে দেখেশুনে কেনায় যেতে হবে। কারণ, এখন ভুলভাল শেয়ার বাছাই করলে বড়সড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন লগ্নিকারীরা। সুতরাং সবকিছু ভেবে চিন্তে তবেই পদক্ষেপ করতে হবে।

বিজেপির গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তাল

বিজেপির গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো কোচবিহার তুফানগঞ্জ বিধানসভার দেওচড়াই মোড় এলাকা। সংঘর্ষে আহত বিজেপির উভয় পক্ষের ৬ জন। ঘটনার পর ৬ জনকেই তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করালে ৩ জনের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দিলেও বাকি তিন জনের অবস্থা গুরুতর থাকায় তাদেরকে তুফানগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি রাখা হয়। বর্তমানে রহিমুদ্দিন আলী, সাধন বর্মন ও পিনাকী রায় ৩ বিজেপি কর্মী তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ঘটনার সূত্রপাতে জানা যায় তুফানগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের চিলাখানা ২ জিপির দেওচড়াই মোড় এলাকায় দীর্ঘ দিন ধরেই বিজেপির দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ভিতরে ভিতরে ঠান্ডা লড়াই চলছিল। একদিকে রাজীব সরকার ও অপর দিকে দিলীপ বর্মন এই দুই গোষ্ঠীর সাথে নাম জড়িয়ে যায় বিমল সরকারের। বিমল সরকার এলাকায় দীর্ঘদিনের বিজেপি কর্মী বলে পরিচিত। শনিবার বিজেপির দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। এই ঘটনায় আহত বিজেপি কর্মী রহিমুদ্দিন আলী। তিনি বলেন, তাঁদের দলীয় কর্মীর বাড়িতে একটি দলীয় কর্মসূচি ছিলো। এমত অবস্থায় কর্মসূচি ছেড়ে ফেরার পথে রাজীব সরকার ও বিমল সরকারের নেতৃত্বে তাঁদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালানো হয়। অপর দিকে জেলা বিজেপির যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রাজীব সরকার পাল্টা অভিযোগ করেন যে জেলা নেতৃত্বের নির্দেশ অমান্য করে তারা মিটিং করে ফেরার পথে আমাদের সক্রিয় কর্মী পিনাকী রায়ের বাড়িতে হামলা করে দিলীপ বর্মনের নেতৃত্বে কিছু দুষ্কৃতী। পিনাকী রায়ের বাড়িতে লুট পাট সহ ব্যাপক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি। সেই সময় স্থানীয় ৮/৬৬ নম্বর বুথের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যা চন্দনা দাস ঘটনাস্থলে গেলে তাকেও বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় উভয় পক্ষের ৬ জন

আহত হন। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে তুফানগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আনে। উভয় পক্ষই তুফানগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

বিজেপির একাংশের দাবি বিমল সরকার নাকি তৃণমূলের হয়ে কাজ করছেন। এব্যাপারে বিমল বাবু জানান তিনি সমস্ত বিষয় কিছুই জানেন না। তাকে মিথ্যে অপবাদের জড়ানো হচ্ছে। একদিকে দীর্ঘদিন ধরেই কোচবিহার জেলা জুড়ে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের নগ্ন চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। এই পরিস্থিতিতে গত লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহার লোকসভা আসনটি বিজেপি জেতার পর পাখির চোখ করে আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে। আর ঠিক সেই পরিস্থিতিতে বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দলের ছবি ধরা পড়লো পাশাপাশি পুরনো যে সমস্ত কর্মী–সমর্থকরা বিজেপিতে ছিলেন তারা দলে জায়গা পাচ্ছেন না এবং নব্য বিজেপিদের সাথে তাই মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। সে কারণেই এই ধরনের সংঘর্ষ। যদিও এ বিষয়ে বিজেপি জেলা নেতৃত্বের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে সূত্রের খবর অনুযায়ী নব্য এবং পুরনো বিজেপি কর্মীদের এলাকা দখলকে ঘিরেই এই সংঘর্ষ। বিধানসভা নির্বাচনের আগে যখন বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব কোচবিহার কে পাখির চোখ করেছেন এবং তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের ফলে নাটাবাড়ি কেন্দ্রের উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ রাজনৈতিকভাবে কিছুটা পিছিয়ে পড়ে ছিলেন ঠিক সেই জায়গায় বিজেপির এই গোষ্ঠী কোন্দল নতুন করে তৃণমূলকে আরো বেশি উজ্জীবিত করবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

আস্ফান বিধ্বস্ত বিদ্যালয় সংস্কারের জন্য দেড় লক্ষ টাকা দান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভয়াবহ আস্ফান ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকের (জি প্লট) উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জ দক্ষিণ পূর্ব পাড়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের গৃহ পুনর্নির্মানের জন্য ২৯ আগষ্ট পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সমিতির দেবাশীষ সেনগুপ্ত ও দ্বৈপায়ন খাসনবীশ বিদ্যালয় ভবনে উপস্থিত থেকে দেড় লক্ষ টাকা অর্থসাহায্য তুলে দেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক গৌরাঙ্গ টুডু এবং অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ মাইতির হাতে। বিদ্যালয় ভবনের পুনর্নির্মাণের কাজে সমিতির তরফ থেকে ভবিষ্যতে

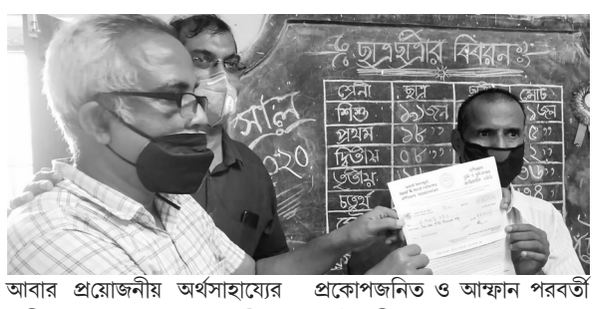

আবার প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্যের অঙ্গীকার করেন। পাথরপ্রতিমা ব্লকের বিএলআরও অভিজিত কুন্ডু ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা শাখার জেলা সম্পাদক সোমশুভ্র দাস সহ একটি দল পাথরপ্রতিমা গিয়ে বিদ্যালয় গৃহটির বর্তমান ভগ্নদশা এবং নবনির্মাণের প্রস্তুতি চাক্ষুষ করেন।

ইতিপূর্বে মহামারীর প্রকোপজনিত ও আস্ফান পরবর্তী সঙ্কটকালীন সময়ে সমগ্র রাজ্যজুড়ে সমিতির সদস্যরা নিঃশর্ত ভাবে মানুষের হাতে পৌঁছে দিয়েছেন প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী। সেই মানবিকতার ধারাকে অব্যাহত রেখে একদল কচিকাঁচার ভবিষ্যত গঠনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সমিতি উদ্যোগ নেওয়ায় খুশি সাধারণ মানুষজন।

অনলাইন ডেলিভারি ম্যানদের লালারস পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি : লকডাউনের প্রভাবে আগের থেকে অনেকটাই চাহিদা বেড়েছে অনলাইনের। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে অনলাইন ডেলিভারিতে যুক্ত মানুষের সংখ্যাও। পেশার কারণে প্রতিনিয়ত বাড়ি বাড়ি গিয়ে, বিভিন্ন মানুষজনের কাছে পৌঁছে যেতে হয় তাদের।

আর তার ফলে করোনায় সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায় অনলাইন ডেলিভারির সঙ্গে যুক্ত মানুষদের। এই দিকটিকে মাথায় রেখে, কোচবিহার জেলায় অনলাইন ব্যবসার সাথে যুক্ত ডেলিভারি ম্যানদের একত্রিত করে, তাদের লালারস নমুনা পরীক্ষা করার উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন।

কোচবিহার সদর মহকুমার শাসক সঞ্জয় পাল ইতিমধ্যেই একাধিক অনলাইন পণ্যদ্রব্য ডেলিভারি সংস্থার সাথে আলোচনা করেছেন এই বিষয়ে। ডেলিভারি ম্যানরা প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে জিনিসপত্র সরবরাহের কাজ করলেও, এদের মাধ্যমে করোনা সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

আর সেই দিকে লক্ষ্য রেখে প্রশাসন এদের লালারস নমুনা পরীক্ষা করার যে উদ্যোগ নিয়েছে,

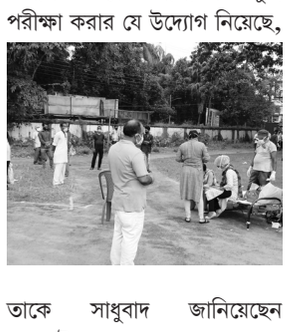

তাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সকলেই।

বিশেষ করে কোচবিহারের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ডেলিভারিম্যান, তারা কাজের পরে কতটা সুরক্ষিত তাই যাচাই করে নিতে চায় প্রশাসন। আগামী সপ্তাহ থেকে এই নমুনা সংগ্রহ এবং পরীক্ষা শুরু হবে। ইতিমধ্যেই র‍্যাপিড টেস্টে কোচবিহার জেলা যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন জেলা থেকে যে সমস্ত যাত্রীবাহী বেসরকারি গাড়িগুলি শহরে প্রবেশ করছে সেই সমস্ত গাড়ি চালক সহ যাত্রীদের র‍্যাপিড টেস্ট করানো হচ্ছে। স্বভাবতই সংক্রমণের মাত্রা যখন চরম আকার নিচ্ছে সেই সময়ে এই উদ্যোগ তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন কোচবিহারের সাধারণ মানুষ।

১০০ দিনের কাজ না পেয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১০০ দিনের কাজ না পেয়ে পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাল তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশ। ঘটনাটি ঘটেছে নাককাটি গাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বীপপার এলাকার ৯/২১৯ নম্বর বুথে। এই ঘটনা তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে ঘটছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। জানা গেছে দ্বীপপার এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য রসিদা বিবি যিনি তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশ।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে পঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর থেকেই সাধারণ মানুষের কথা ভুলে নিজের জন্য তুফানগঞ্জ শহরে বাড়ি তৈরিতে মন দেন বলে অভিযোগ। এলাকায় তার পছন্দের মানুষকে শুধু একশো দিনের কাজ দেওয়া হচ্ছিল বলেও অভিযোগ তোলে তৃণমূল কংগ্রেসেরই একাংশ। সোমবার ১০০ দিনের কাজ না পাওয়া সাধারণ মানুষ স্থানীয় তৃণমূল নেতা আমানুর রহমানের নেতৃত্বে এলাকায় একটি মিছিল করে। এই মিছিল দিপুরপাড় এলাকা প্রদক্ষিণ করে। ঘটনায় ঘটনারএলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে। খবর পেয়ে বিশাল পুলিশবাহিনী গিয়ে উপস্থিত হয় ঘটনাস্থলে।

এই বিষয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতা আমানুর রহমান জানান, ১০০ দিনের কাজে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। যে কারণেই এদিন এলাকায় মিছিল করে ঘটনার প্রতিবাদ জানায় তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশ। পঞ্চায়েত সদস্য রসিদা বিবি জানান – এলাকায় যারা বিক্ষোভ দেখিয়েছে তারা কোনওদিনই ১০০ দিনের কাজের দাবি নিয়ে আমার সাথে দেখা করেনি। এই আন্দোলন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে তাকে কালিমালিপ্ত করার প্রয়াস। বিধানসভা নির্বাচন সামনে আসতেই প্রতিনিয়ত তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দল এর নগ্ন চিত্র ফুটে উঠেছে কোচবিহার জেলা জুড়ে। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে জানা গেছে পুলিশ সুত্রে।

রাস্তাতেই করোনা টেস্ট লকডাউন ভঙ্গকারীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে সাপ্তাহিক পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। পূর্ণ লকডাউন কার্যকর করতে প্রতিবারই পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্তাদের রাস্তায় নেমে কাজ করতে দেখা গিয়েছে রাজ্যের সর্বত্রই।

লকডাউন ভঙ্গকারীদের বহু ক্ষেত্রে গ্রেফতারও করা হয়েছে বহু জায়গায়। কিন্তু, তাতেও হুঁশ ফেরেনি কিছু মানুষের। প্রতিবারই লকডাউন বিধিকে উপেক্ষা করেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন বহু অসেচতন মানুষ। আর তাতে করোনা সংক্রমণের আশংকা বেড়েই চলেছে প্রতিনিয়ত।

এবার লকডাউনের সোমবার সকাল থেকে অভিনব উদ্যোগ নিলেন কোচবিহার সদর মহকুমাশাসক সঞ্জয় পাল। প্রতিবারের মতো সকাল থেকেই বেরিয়ে পড়লেন শহরের রাস্তায়।

তবে এবার শুধুমাত্র লাঠিধারী পুলিশ কর্মীদের নিয়ে নয়, একেবারে মোবাইল সোয়াব টেস্টিং ভ্যান এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন

কোচবিহারের রাস্তায়।

লকডাউন অমান্য করে যারা রাস্তায় বেরিয়েছেন তাদের প্রত্যেকের করা হল সোয়াব টেস্ট। যারা লকডাউন ভঙ্গ করে বাইরে বেরিয়েছেন, তাদের কেউ করোনা সংক্রমিত কিনা তা দেখতেই স্বাস্থ্য দপ্তরের সাহায্যে এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন কোচবিহার সদর মহকুমা শাসক সঞ্জয় পাল। টেস্টের পর কারও রিপোর্ট কোভিড পজিটিভ হলে তাদের সেফ হোম বা অন্যত্র রাখার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছেন সদর মহকুমা শাসক।এইভাবে রাস্তায় করোনা টেস্ট করতে দেখে ভয় পাচ্ছেন অনেক লকডাউন ভঙ্গকারী মানুষই। লকডাউন ভঙ্গকারীদের এভাবে রাস্তার মধ্যে করোনা টেস্টের খবর ছড়িয়ে পড়তেই, ধীরে ধীরে লকাডাউন ভেঙে অকারণে রাস্তায় বেরিয়ে পরা মানুষদের সংখ্যাও কমতে শুরু করেছে। কোচবিহার সদর মহকুমা শাসকের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সাধারণ সচেতন মানুষ।

জেলা প্রশাসন সূত্রে শেষ খবর অনুযায়ী সকাল থেকে কোচবিহার শহর জুড়ে প্রায় ৭০০ পথচলতি মানুষকে অ্যান্টিজেন টেস্ট করানো হলে ১৮ জনের রিপোর্ট পজিটিভ আসে। বর্তমানেও কোচবিহার পতিতাপল্লীতে চলছে অ্যান্টিজেন টেস্টের প্রক্রিয়া।

পাঠকের কলমে

বুদ্ধিজীবীরা কি সব মূর্খজীবী হয়ে আছেন?

স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবীর অভাব নেই বাংলার হাটে বাটে। করোনার দৌলতে অনেক কিছু হারাবার সাথে সাথে বিপুল পরিমাণ বুদ্ধিজীবীরা কি সব উধাও হয়ে গেলেন না বুদ্ধিজীবীরা তাদের পোষাক বদল করে মূর্খজীবীর পোশাক পরিধান করেছেন? অগুণিত অনাচার ব্যভিচারের চরম প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের মতন মানুষের বুকে বুলডোজারের আঘাত। বামফ্রন্টের বুদ্ধিজীবীরা রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া বলে নিজেরা মূর্খজীবী হয়েছেন। তারা বুলডোজারের থেকেও বেশি আঘাত হেনেছেন রবীন্দ্রনাথের নোবেল চুরি করে। সিবিআই ও মূর্খজীবী হয়ে আছে সেই নোবেল চুরির কিনারা না করে। তৃণমূল নেতারা বামফ্রন্টেরই মানস সন্তান। যত কু–কীর্তি বামফ্রন্ট করেছে তার সুদে আসলে জবাব দিয়ে তৃণমূলীরা অতি সার্থক কুচক্রের নায়ক বনে গিয়ে রীতিমত বুক বাজিয়ে নৃত্য করে চলেছেন। বামফ্রন্টের নোবেল চুরির মত গোপনে কাজ না করে অতি গর্বের সাথে বুলডোজার দিয়ে সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করে হিরো সেজেছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাস্তায় রাস্তায় ল্যাম্প পোস্টে রবি ঠাকুরকে ঝুলিয়ে ছিলেন। এবার এক থাপ্পরে বুলডোজার আর মদের বোতল দিয়ে বিশ্বভারতীর গৌরব স্তম্ভকে ধুলায় লুটিয়ে দিয়েছেন। স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবীদের মুখে কোনও রা নেই। তাই প্রশ্ন করি বুদ্ধিজীবীরা কি সব মূর্খজীবী হয়ে আছেন।

বাবু সরকার, টালিগঞ্জ

পুলিশের অনুমতি না থাকায় বিজেপির মঞ্চ খুলে দিলো পুলিশ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়: বারুইপুরে বিজেপির মঞ্চ খুলে দিলো পুলিশ। বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের ডাকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মতই বারুইপুর মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করার জন্য বিজেপির জেলা সভাপতি হরিকৃষ্ণ দত্তের নেতৃত্বে বারুইপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে অস্থায়ী মঞ্চ বাঁধা কে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ালো। অভিযোগ বৃহস্পতিবার সকাল দশটা নাগাদ মঞ্চ বাঁধার কাজ শুরু করে ডেকরেটার্স এর লোকজন । মঞ্চের কাজ কিছুটা হবার পরেই বারুইপুর থানার পুলিশ এসে তাদের মঞ্চ বাঁধতে বারণ করেন। এরপর এই খবর দেওয়া হয় বিজেপির নেতৃত্ব কে। সেখানে উপস্থিত হন পূর্ব জেলার সভাপতি হরি কৃষ্ণ দত্ত ও তার অনুগামীরা। সেখানে পুলিশের কাছে জানতে চাওয়া হয় কি কারণে মঞ্চ খোলা হচ্ছে। তাদের এই বিক্ষোভ কর্মসূচির অনুমতি নেওয়া হয়েছে এসডিওর কাছে থেকে, তাহলে কেন তারা মঞ্চ বাঁধতে পারবেন না। তার কোনো সদুত্তর পুলিশের তরফ থেকে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন হরি কৃষ্ণ দত্ত। বিজেপি নেতা কর্মীদের সামনেই কার্যত মঞ্চ বাধার বাঁশ কাঠ তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। এই ঘটনার পরই বারুইপুর ক্যানিং রোড

অবরোধ করেন বিজেপির কর্মী — সমর্থকেরা। ঘটনাস্থলে আসেন বিশাল পুলিশবাহিনী। আসেন পুলিশের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা ।বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ অবরোধ তোলে।তবে আগামী কাল অর্থাৎ শুক্রবার তাদের ঘোষিত কর্মসূচি বারুইপুর এসডিও অফিসের সামনে হবে বলে জানান বিজেপি নেতৃত্ব। পুলিশ সূত্রের খবর এই বিক্ষোভ কর্মসূচির জন্য পুলিশের কাছ থেকে কোনো অনুমতি চাওয়া হয়নি। তাই রাস্তার ওপর অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি করতে দেওয়া হয়নি ।

কোভিডে মারা গেলেন বিডিও

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ এবারে কোভিড আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হলো এক বিডিওর। রবিবার রাত ১০ টা নাগাদ কলকাতার একটি বেসরকারি নার্সিং হোমে তাঁর মৃত্যু হলো। মৃত ওই ব্যাক্তি মুর্শিদাবাদ জেলার নওদা ব্লকের বিডিও ছিলেন। নাম কৃষ্ণচন্দ্র দাস (৫১)।দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর ২ নং ব্লকের মনিরতটে তাঁর আদি বাড়ি। তিনি বেশ কয়েক বছর আগে জয়নগর মজিলপুর পুরসভার তিলিপাড়ার এক ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। সেখান থেকে কিছুটা দূরে তিলি পাড়ার গঙ্গাতীর রোডে জায়গা কিনে বাড়ি তৈরি করেন। তিনি ঝাড়গ্রাম, খেজুরি হয়ে২০১৮ সালে নওদার বিডিও হিসাবে কাজে যোগ দেন। তিনি কিছু দিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন। গত ৮ আগস্ট তাঁর করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসে। সেই দিনই তাকে বহরমপুর কোভিড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ৯ আগস্ট তাকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।সেখানেই চিকিৎসা চলছিল তাঁর। মাঝে কয়েক টা দিন সুস্থ হয়েছিলেন তিনি বলে পরিবার সূত্রে জানা গেল। শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধি পাওয়ায় সেখানেই আইসিইউ তে ভর্তি করা হয়। রবিবার রাতে সেখানেই মারা যান তিনি। প্রয়াত বিডিওর দুই মেয়ে ও এক ছেলে আছে। বড়

মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছোট মেয়ে কলেজে পড়ে এবং ছেলে নবম শ্রেণিতে পড়ে। তাঁর এই মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ গোটা পরিবার।তাঁর স্ত্রী শোকে বিহ্বল তাই কথা বলতে পারছেন না। তাঁর এই মৃত্যুতে ট্যুইট করে শোকবার্তা পাঠিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি শোক বার্তায় বলেছেন, প্রথম সারিতে থাকা এক জন করোনা সৈনিককে হারালাম আমরা। ওনার আত্মার শান্তি কামনা করি।

সুন্দরবনে বাঘের কামড়ে মৃত এক মৎস্যজীবী

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ লকডাউনে সুন্দরবনের জঙ্গলে বাঘের কামড়ে মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। সুন্দরবনের মরিচঝাঁপি জঙ্গলের খাড়িতে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে আবারও মৃত্যু হল এক মৎস্যজীবীর। মৃত মৎস্যজীবীর নাম বাবুরাম রপ্তান(৩২)। বৃহস্পতিবার সকালে সুন্দরবন উপকূল থানার গোসাবার কুমিরমারি গ্রাম থেকে একটি নৌকো নিয়ে কেনারাম মন্ডল এবং বাবুরাম রপ্তান নামে দু'জন মৎস্যজীবী কাঁকড়া ধরতে মরিচঝাঁপির ঝিলা রেঞ্জের চিলমারীর খালে ঢুকে ছিলেন। সেখানে কাঁকড়া ধরার সময়ে আচমকা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটি বাঘ পিছন দিক থেকে বাবুরাম রপ্তানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কামড় বসায় বাবুরামের ঘাড়ে। তারপর বাবুরামকে মুখে করে তুলে নিয়ে জঙ্গলের ভেতর চলে যায় বাঘটি । কেনারাম আচমকা চোখের সামনে ঘটে যাওয়া এই ঘটনা দেখে প্রথমে হতচকিত হয়ে পড়ে। এবং বেগতিক দেখে চিৎকার শুরু করে। পাশাপাশি মনে সাহস এনে চিৎকার করেনৌকার বৈঠা নিয়ে তাড়া করে বাবুরামকে উদ্ধার করে। কিন্তু ততক্ষণে বাবুরাম মারা গেছে। পরে ওই মৎস্যজীবীর দেহকে নিয়ে কুমিরমারির বুধবারের বাজারে নিয়ে আসা হয়। বাবুরামের স্ত্রী কাঞ্চন, পুত্র সাগর এবং বৃদ্ধা মা কালিদাসীকে নিয়ে কুমিরমারির গ্রামে থাকতেন। অভাবের সংসারে, জঙ্গলে কাঁকড়া ধরে সংসার চলতো তাদের । লক ডাউনে আয় কমে যাওয়ায় তাঁরা ঘনঘন জঙ্গলে যাচ্ছিলো কিছু আয়ের আশায়। এদিন বাবুরামের মৃত্যুর খবর পেয়ে গোটা গ্রাম শোক স্তব্ধ।

করোনাক্রান্ত মহিলা বাসে চাঞ্চল্য

অভীক মিত্র : ২২ আগস্ট কদমডাঙা গ্রামের এক প্রসূতি সিউড়ি হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানে তিনি সন্তানের জন্ম দেন। করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে। ২৬ আগস্ট দুপুরে সদ্যোজাতসহ মহিলাকে ছেড়ে দিয়ে হোম আইসোলেশনে থাকতে বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। করোনা পজিটিভ বলে হাসপাতালের কোনো অ্যাম্বুলেন্স চাপায় নি বলে অভিযোগ। মহিলা সিউড়ি থেকে লোকপুরগামী 'প্রতিদিন' বাসে খয়রাশোলে নামেন। আসানসোল থেকে বাবুইজোড়গামী 'লিপিকা' বাসে খয়রাশোল থেকে কদমডাঙা বাসস্ট্যান্ডে নামেন। স্থানীয়রা সদ্যোজাতসহ মহিলাকে প্রতীক্ষালয়ে আটকে রাখে বলে অভিযোগ। কাঁকরতলা থানার পুলিশ রাত্রে সদ্যোজাতসহ মহিলাকে চিকিৎসার জন্য বোলপুর কোভিড হাসপাতালে পাঠিয়েছে। মহিলার সংস্পর্শে আসা দুটি বাস মিলিয়ে বত্রিশজনকে চিহ্নিত করেছে ।

লোকাল ট্রেন চলার আশায় সাধারণ মানুষ

সুভাষ চন্দ্র দাশ,ক্যানিং : বিশ্বের বৃহত্তম ব–দ্বীপ সুন্দরবন। সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং ষ্টেশন। গত ২৩ মার্চ থেকে আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবেই বন্ধ রয়েছে লোকাল ট্রেন চলাচল।করোনা আবহে আর কত দিনই বা বন্ধ থাকবে লোকাল ট্রেন ?তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। তবে বুধবার সকাল থেকে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার শেষ ষ্টেশন সুন্দরবনের

প্রবেশদ্বার ক্যানিং ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ও টিকিট কাউন্টারের সামনে শারীরিক দূরত্ব বিধি বজায় রাখার জন্য গোলাকার বৃত্ত চিহ্ন আঁকা হচ্ছে।

আর এমনই দৃশ্য দেখেই লোকাল ট্রেন চালু হওয়া নিয়ে আশাবাদী সাধারণ মানুষজন থেকে হকার,নিত্যযাত্রী,পরিচারিকা সহ স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা। করোনা ভাইরাসের তান্ডবের জেরে গত মার্চ মাস থেকেই শুরু হয় লকডাউন। শুরু থেকে এযাবৎ প্রায় পাঁচ মাসের অধিক সময় ধরে প্রচুর মানুষের রুজি–রোজগার বন্ধ,লোকাল ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকার কারণে। অনেকেই বিভিন্ন ষ্টেশনে দোকানের পসরা সাজিয়ে রুজি রোজগার করেন।ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকায় সেই সমস্ত ব্যবসায়ীরা ব্যবসা গুটিয়ে বাড়িতে বসে।পাশাপাশি ক্যানিং – শিয়ালদহ লোকাল ট্রেনে হকারি করে জীবিকা নির্বাহ করেন কয়েক হাজার হকার। ট্রেন বন্ধ থাকায় তারাও ধুঁকছে। পাশাপাশি ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকা কয়েক হাজার ভিখারিও পড়েছে চরম দুর্দশায়। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের সাধারণ মানুষের স্বল্প সময়ে কম খরচে কলকাতা যাওয়ার একমাত্র মাধ্যম ট্রেন। ট্রেনে যাতায়াতের মাধ্যমে এই এলাকার লক্ষ লক্ষ মানুষজন কলকাতায় যান সরকারি বেসরকারি সংস্থায় কাজের সূত্রে। পাশাপাশি সবজি বিক্রেতা থেকে কলকাতার হাসপাতালে চিকিৎসা করানো কিংবা কোর্টে যাওয়া, বাবুর বাড়ির কাজের জন্য পরিচারিকা সহ লক্ষ লক্ষ মানুষজন ট্রেনে করে যাতায়াত করেন। আনলক প্রক্রিয়া শুরু হতেই সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গুলো ধীরে ধীরে খুলতে শুরু করেছে। সাধারণ মানুষ কে কাজ বাঁচিয়ে রাখার জন্য এক প্রকার বাধ্য হয়েই অতিরিক্ত গ্যাঁটের কড়ি খরচ করে কলকাতায় যাতায়াত করতে হচ্ছে।যদিও গদখালি –বারুইপুর বাস চলাচল করছে । চলছে গদখালি দীঘা বাস। কিন্তু তাতে করেও সমস্যা পড়ছে সাধারণ মানুষ। বাসের মধ্যে শারীরিক দুরত্ব বিধি দূরঅস্ত,গায়ে গা ঠেকিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। তাছাড়াও প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ক্যানিং গোসাবা ব্লকেরমাছ,কাঁকড়া,উচ্ছে,বেগুন,লঙ্কা,ঝিঙে সহ অন্যান্য বিভিন্ন সবজি কলকাতার বাজারে ট্রেনে পথে চাষিরা নিয়ে যায় কলকাতায়।

ট্রেন চলাচলা বন্ধ থাকায় কলকাতার বাজারে সবজির দাম যেমন নাগালের বাইরে,তেমন এই ক্যানিং মহকুমা এলাকার চাষিদের চাষ করে কম টাকা উপার্জন করে ক্ষান্ত থাকতে হচ্ছে চাষিদের। মিনতি ,স্বপ্না,সোনালী,অর্পিতা,সূপর্ণাদের মতো কলকাতা পরিচারিকার কাজ করতে যাওয়া গৃহবধূরা বলেন, ট্রেন বন্ধ থাকা সব শেষ হয়ে গিয়েছে। খুব কষ্টে দিন কাটছে। সামান্য ত্রাণ আর রেশনের চালে কি সংসার চলে? কলকাতায় কাজ করতে যেতে না পারলে আমরা বাঁচবো না। ষ্টেশনে যখন গোলাকার বৃত্ত আঁকা হচ্ছে তাহলে অবশ্যই লোকাল ট্রেন চলবে। ট্রেন চললে শুধু আমরা বাঁচবো না,বাঁচবে আমাদের পরিবারের লোকজনও। ট্রেন পরিষেবা বন্ধ থাকায় ভ্রমণ পিপাসু পর্যটকরা সুন্দরবন বে।াতে আসতে পারছেন না। তাঁদেরও দাবি, নিয়মশৃঙ্খলা মেনেই খুব শীঘ্র লোকাল ট্রেন চলাচল করুক। এবিষয়ে পূর্ব রেলের জনসংযোগ আধিকারিক নিখিল চক্রবর্তী বলেন, যদি কোনও এক সময়ে ট্রেন চলাচল করে,সে ক্ষেত্রে তো আর মুহূর্তে শারীরিক দূরত্ব বিধি আঁকা সম্ভব নয়। যার জন্য আগাম প্রস্তুতি নিয়ে এই গোলাকার দূরত্ব বিধি আঁকা হচ্ছে।

চলার পথের আশীর্বাদী হাত

নিজস্ব প্রতিনিধি : আমার রাজনৈতিক জীবনে প্রথম সোপান যিনি নিজের হাতে তৈরি করে দিয়েছিলেন, আমার ব্যাক্তিজীবনে ভালোলাগার প্রতিমূর্তি, চলার পথের আশীর্বাদী হাত – ভারতবর্ষের প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ভারতরত্ন পরমপূজনীয় শ্রদ্ধেয় প্রণব মুখোপাধ্যায়। আমার হৃদয়ে অনন্ত আলো জ্বালানো পাখি আকাঙ্খা দীপশিখা চিরোজ্জ্বল থাকবে চলার পথের প্রতি

পদক্ষেপে। অফুরন্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলাম হে অমরলোকবাসী, আমার প্রিয়বর প্রণব মুখোপাধ্যায়। বেদনার্ত হৃদয়ে বাক্যাবিন্যাস ছাড়া আর উপায় নেই। পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, উনার পুত্র পরিবারের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। [লেখক বীরভূম জেলা কংগ্রেস সম্পাদক লোহাপুর মহাবীর রাম মেমোরিয়াল উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক।]

কুলতলিতে খুন সিপিএমের কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বহুদিন পর আবার খুনোখুনির শিরোনামে কুলতলি।শনিবার ভোরে রাজনৈতিক খুনোখুনির শিকার জিয়াউল হক মন্ডল(৪৪)।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, জিয়াউল কুলতলির সিপিএমের দলীয় কর্মী। আমফানের পরে এলাকার মানুষদের পাশে থেকে কাজ করতো। জিয়াউলের বাড়ি বকুলতলা থানার বাইশহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের পাতপুকুর ঘরামী পাড়াতে। সে প্রতিদিনের মতন এ দিনও যৌথিয়ায় মাছের কাটা থেকে মাছ নিয়ে বাড়ি ফিরছিলো। এমনসময় মোটর সাইকেলে আসা কয়েকজন দুষ্কৃতী তাঁর উপর হামলা চালায়। চপার দিয়ে কোপানা হয়। মাথায় ও দুহাতে কোপ মারা হয়। বোমাও ছোঁড়া হয় স্থানীয় গাজী পাড়া এলাকায়। বোমাবাজি করতে করতে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় গুরুতর আহত জিয়াউল হক মন্ডল (ভোলা) কে প্রথমে স্থানীয় নিমপীঠ রামকৃষ্ণ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে এখন। এ ব্যাপারে আহত জিয়াউলের ভাই কুতুবউদ্দিন মন্ডল বলেন, ১৯৯৬ সালে আমার বাবা ইসমাইল হক মন্ডলকে এসইউসির গুন্ডা বাহিনিরা খুন করে যে জায়গাতে ঠিক এত বছর পর একই জায়গায় একই ভাবে মারার চেষ্টা করা হয় আমার দাদাকে। কুলতলির বিধায়ক সিপিএমের রামশংকর হালদার বলেন, এলাকার সমাজসেবী হিসাবে ভালো কাজ করছিল জিয়াউল ওরফে ভোলা। এছাড়া আর কয়েক দিন পরে ওর বাবার খুনের কেসের শুনানি হবে। আর তাই এসইউসি ও তৃণমূল গুন্ডাবাহিনী ওকে মেরে ফেলতে চেয়ে ছিল। অবিলম্বে এদের শাস্তি চাই। কুলতলির প্রাক্তন বিধায়ক এসইউসির জয়কৃষ্ণ হালদার বলেন, আগেকার দিনের এসইউসির কর্মীরা লোভে পড়ে এখন তৃণমূলের কর্মী হয়ে গিয়েছে। আর এদিনের এই ঘটনার সঙ্গে এসইউসি আই কোনওরকম ভাবেই জড়িত নয়। তৃণমূলের যুব কর্মীরাই ইচ্ছাকৃতভাবে এই খুনের ঘটনা টা ঘটিয়েছে। এবং আমাদের নামে দোষ চাপানো হয়েছে। এর সঙ্গে আমরা কোনোভাবেই জড়িত নই। জয়নগর দু'নম্বর ব্লক তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি শিক্ষক শাহাবুদ্দিন শেখ বলেন, কোনো দুর্ঘটনাই কাম্য নয়। এলাকায় এত দিন শান্তি—শৃঙ্খলা বজায় ছিল। হঠাৎ কেন এই ঘটনা ঘটলো বুঝতে পারলাম না। তবে এটা আমরা কখনই চাইনি। এর সঙ্গে তৃণমূল কোনও রকম ভাবে জড়িত নয়। আমরা চাইব দোষীরা অবশ্যই শাস্তি পাক এবং এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা বজায় থাকুক। ঘটনাস্থলের কিছু দূর থেকে বকুলতলা থানার পুলিশ কয়েকটি মদের বোতল ও ১ টি তাজা বোমা উদ্ধার করেছে। তবে এ দিন রাত পর্যন্ত এই ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার হয়নি বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেল। তবে এলাকা এখনো থমথমে। পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

কুলতলিতে তৃণমূলের জনসভা

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ ২০২১ সালের বিধানসভার ভোটকে সামনে রেখে জেলা জুড়ে প্রতিটা বিধানসভা এলাকায় জনসভা ও যোগ দান কর্মসূচি শুরু হয়েছে। বুধবার বেলায় ভিড়ে ঠাসা কয়েক হাজার মানুষের সামনে কুলতলি বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে কুলতলি বি আর আম্বেদকর কলেজ মাঠে এক সংবর্ধনা ও যোগদান সভা হয়ে গেল।এই সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি ও সাংসদ শুভাশিষ চক্রবর্তী, জেলা যুব কংগ্রেসের সভাপতি তথা বিধায়ক সওকাত মোল্লা, জেলা তৃণমূল কো অডিনেটর পরেশরাম দাস, জেলা তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতি শক্তি মন্ডল, জেলা পরিষদের মেন্টর রফিকুল হাসান, কুলতলি ব্লক যুব তৃণমূল সভাপতি ও জেলা পরিষদ সদস্য গণেশ মন্ডল সহ আরো অনেকে। জেলা কো–অর্ডিনেটর পরেশরাম দাস বলেন, কুলতলিতে দীর্ঘদিন এসইউসি ও সিপিএম রাজনৈতিক খুনোখুনি, গন্ডগোল করছে। এলাকা

উত্তপ্ত করে রেখেছে। ওদের হাত থেকে কুলতলিকে মুক্ত করতে তৃণমূলকে আনুন। জেলা সভাপতি শুভাশিস চক্রবর্তী বলেন, একদিকে তৃণমূল ও অন্যদিকে বিজেপি— সিপিএম। বিজেপি একটা সাম্প্রদায়িক দল। ওরা সারা দেশে হিংসা ছড়াচ্ছে। আর সিপিএম ৩৪ বছরে রাজ্যটাকে রসাতলে পাঠিয়ে দিয়েছে। এতদিন কুলতলি এদের হাতে থেকে উন্নয়নে পিছিয়ে পড়েছে। তাই ২০২১ সালে এখানে যেই প্রার্থী হোক না কেন আপনারা সেই প্রার্থীকে জিতিয়ে এনে এলাকার উন্নয়নের ধারাকে তুলে ধরুন। জেলা যুব তৃনমূল সভাপতি সওকাত মোল্লা সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, এই জেলাতে কোনও গোষ্ঠী কোন্দল নেই। আর একটা বৃহৎ পরিবারে ছোট খাটো সমস্যা থাকতেই পারে। তবে আমরা জেলার ৩১ টা আসনেই এবারে জয়লাভ করবো। এদিন কুলতলি বিধানসভা এলাকার এসইউসি, বিজেপি, সিপিএম ও কংগ্রেস থেকে প্রায় ১৪ হাজার কর্মী তৃণমূলে যোগ দেন। ওদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন জেলা তৃণমূল সভাপতি ও যুব সভাপতি।

চিকিৎসা বিভ্রাটে

প্রথম পাতার পর

কিছুদিন আগে কোচবিহার স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তার তথা সিএমওএইচ বদলির খবরে উত্তাল হয়েছিল স্বাস্থ্য দপ্তর। তাকে না যেতে দেওয়ার জন্য রাস্তায় নামে স্বাস্থ্যকর্মীরা। এরপর ডেপুটি সিএমওএইচ বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরী বদলি করে দেওয়া হয় মানসিক রোগী হাসপাতালে আর তারপর থেকেই বিভিন্ন মহলে এই বদলি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষের সব থেকে বড় ভরসা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালগুলি। আর ঠিক সেই জায়গায় জেলার স্বাস্থ্য অধিকর্তাই চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত। বোঝা গেল এক ভয়ঙ্কর পরিকাঠামোহীন চিকিৎসালয় পরিণত হয়েছে কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের সাথে এ বিষয়ে বারবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও তাঁরা ফোন ধরেননি।

জনদরদী নেতার

প্রথম পাতার পর

বাম আমলে যে মুখগুলো হার্মাদ ও বেনোজল বলে চিহ্নিত হয়েছিল আজও তারাই উজ্জ্বল। সেই দাদাগিরি, সেই কাটমানি, সেই সিন্ডিকেট। ক্লান্ত বাঙলা, ক্লান্ত বাঙালি। বিশেষজ্ঞদের মতে ক্ষমতায় ডান–বাম যেই আসুক, আসলে চাই জনদরদী নেতা। যিনি নিজের জন্য নয় সাধারণ মানুষের জন্য হবেন নিবেদিত প্রাণ। সম্ভবত সেই নেতাই খুঁজে বেড়াচ্ছেন বর্তমান শাসক দলের মেন্টর। তিনি বুঝে গিয়েছেন যে সব নেতা তার ঝুলিতে রয়েছেন তাদের দিয়ে আর বাঙলা দখল সম্ভব নয়। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে হতাশাজনক হলেও মানতে হবে বাঙলার জনদরদী নেতা ক্রমশঃই বিরল হয়ে পড়ছে। তাঁদের মতে যেদিন রাজনীতি সমাজসেবার গণ্ডী পেরিয়ে কৌশল আর প্রকল্পের হাতে বন্দী হয়েছে সেদিন থেকেই তা দেওয়া নেওয়ার পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। তাই আগে রাজনৈতিক নেতারা ক্রমেই সেলিব্রিটি বা সাধারণ মানুষের হার্ট থ্রব হয়ে উঠতেন। রাজনীতিকে উজ্জ্বল করে তুলতেন। আর আজ রাজনীতির মঞ্চ উজ্জ্বল করতে স্থান দিতে হয় রূপালী পর্দার চকচকে সেলিব্রিটিদের।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা সরকারি স্তরে প্রকল্প রচিত হচ্ছে প্রচুর। অর্থ বরাদ্দও হচ্ছে হাত খুলে। অথচ বাঙালির ঘরে ঘরে কাজের হাহাকার, খাদ্যের হাহাকার, বাসস্থানের হাহাকার কমছে না। সরকার ও জনগণের মাঝে কারা এই সুবিধা শুষে নিচ্ছে বারবার চেষ্টা করেও তার নাগাল পেতে চাননি। রাজনীতিকরা। সর্ষের মধ্যে থেকে ভূত তাড়াতে তাদের অনীহা। ফলে বাঙলার জনজীবন গড্ডালিকা প্রবাহে বয়ে চলেছে অধোগতির দিকে। কাজ নেই, রোজগার নেই। কাজের খোঁজে রাজ্য ছাড়ছেন কাজ জানারা। শুকিয়ে যাচ্ছে বাংলা। এ থেকে মুক্তি চায় বাঙালী। বাঙলা খুঁজছে মুক্তির কাণ্ডারী। রাজ্যে নতুন রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে উঠে আসছে বিজেপি। লোকসভায় ১৮টি আসন পেয়ে তাদের উৎসাহ এখন তুঙ্গে। ক্ষমতায় আসতে শুরু করে দিয়েছে তোড়জোড়। কিন্তু তাদেরও বুঝতে হবে ক্ষমতায় এসে বাঙলা বদলাবার জন্য চাই জনদরদী নেতা যার ধ্যান জ্ঞান হবে বাঙলার উন্নতি। কোন নেতা কত জনকে ভাঙিয়ে আনল বা কে মারদাঙ্গা করে ভোট যোগাড় করে ক্ষমতায় আনল শুধু তাদের উপর ভরসা করলে বাঙলা বদলাবে না। পরিবর্তনের সাধ বাঙালির ঘুচে গিয়েছে। আর পিছনে তাকানো নয় এখন শুধু চাই সমৃদ্ধ বাঙলা। আগামী নির্বাচনে যে দলের প্রার্থী তালিকায় জনদরদী মুখের ভিড় বেশি হবে সেই দলের জন্যই অপেক্ষা করে আছে বাঙলার মসনদ।

মৈপীঠে চুরি ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : শনিবার রাতে চুরির ঘটনা ঘটলো কুলতলিতে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেল, রবিবার সকালে কুলতলি ব্লকের মৈপীঠ উপকূল থানার দক্ষিণ বৈকুন্ঠপুর এলাকার জন্মেজয় জানা নামে এক ব্যবসায়ী দোকান খুলতে এসে দেখেন, দোকান লন্ডভন্ড হয়ে পড়ে আছে। তিনি দেখেন দোকান থেকে দু হাজার টাকা নগদ সহ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী চুরি হয়ে গেছে। তিনি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাছাড়া বিস্কুট, তেল ইত্যাদি সামগ্রীও চুরি গেছে । সব মিলিয়ে প্রায় ১৩ হাজার টাকার সামগ্রী খোয়া গিয়েছে। এই চুরির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তার করার দাবি জানিয়েছেন তিনি। চুরির লিখিত অভিযোগ খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কাঁচা চালানেই ঘোটালা

প্রথম পাতার পর

এ বিষয়ে কংগ্রেসের বিরোধী দলনেতা আবদুল মান্নান ও বাম পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। বিধানসভা ভবনে এদিন বিরোধী দলনেতা আবদুল মান্নানের সঙ্গে এক যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে সুজনবাবু বলেন, কোভিড সংক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘ লকডাউন সহ সরকারি নির্দেশিকা সাধারণ মানুষ মেনে চললেও সরকারি দফতর ও টাস্ক ফোর্সের ব্যর্থতা এবং ফড়েদের দৌরাত্ম্য সাধারণ রাজ্যবাসীকে নাজেহাল করেছে।

ইডি কর্তা বাজারে হানা দিয়ে বিক্রেতাদের জানতে চান চন্দ্রমুখী ও জ্যোতি আলু এবং লাল ও সাদা পেঁয়াজের দর। দোকানদার জানান, সাধারণ চন্দ্রমুখী ৩৮ টাকা, স্পেশ্যাল চন্দ্রমুখী ৪০ টাকা বড়ো জ্যোতি ৩৫, ছোট জ্যোতি ৩২, সাদা বড়ো পেঁয়াজ ৩০ এবং খোলা ছাড়া লাল পেঁয়াজ ২৪ টাকা কিলো। ইডি কর্তারা বাজারে হানা দিয়ে জানতে পারেন আড়তদার ও মহাজন কেউই পাকা চালানে খুচরো বিক্রেতাদের সঙ্গে ব্যবসা করেন না। ইডি কর্তারা জানতে পারেন আলুর দাম বৃদ্ধির ধোঁয়াশা এখানেই। এদিন আলুর দাম এতোটা বৃদ্ধি পাওয়ার কী কারণ জানতে হুগলি জেলার রতনপুরে আলুর আড়ত সিঙ্গুর বাজার, হরিপাল ও তারকেশ্বরের বিভিন্ন এলাকা অভিযান চালায় কৃষি বিপণন দফতরের আধিকারিকরা। তারা জানতে পারেন হিমঘর আলুর দাম বাড়ায়নি। মাঝের আড়তদার ও মহাজনরাই আলুর দাম এতো বাড়িয়েছে। এদিন বিধানসভার প্রেস কর্নারে সুজনবাবু বলেন, মাছ সবজিসহ প্রতিটি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আগুন। দাম ক্রমশই বাড়ছে। সরকারের ঘোষণা অথবা টাস্কফোর্সের দেখভালের নামে কার্যত প্রহসন হচ্ছে। যে কোনও জিনিসের দাম ২০১১ সালের তুলনায় দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ এমনকী চারগুণও বেড়েছে।

চাষে নিম্নচাপের প্রভাব

প্রথম পাতার পর

এমনকি সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছেন মৎস্য চাষিরাও। কারণ পুকুর, জলাশয়গুলি ছাপিয়ে ভেসে গেছে মাছ। বারাসত ১নং পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য কারিগরি কর্মাধ্যক্ষ হালিমা বিবি বলেন, 'চাষের ব্যাপারে আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকলেও বলতে পারি আমাদের ব্লকের কোটরা, কদম্বগাছিতে চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সাম্প্রতিক নিম্নচাপের জেরে বহু ধানচাষের মাঠ ভেসে গিয়েছে।'

দেগঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত বেড়াচাঁপার বাসিন্দা অসীম কর্মকার বলেন, 'দেগঙ্গা ব্লকের ১৩টি অঞ্চলের প্রায় সবগুলোই কমবেশি ক্ষতিগ্রস্থ।'উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা কৃষিকরণ সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত যা বৃষ্টি হয়েছে, তা নিয়ন্ত্রণাধীন। তবে কিছু নিচু জমি জলমগ্ন হয়েছে, তবে তাতে চাষের খুব ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে পরিস্থিতি এখনও নাগালের মধ্যেই আছে। এবং বৃষ্টির পরিমাণ এখনও স্বাভাবিক।

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা হর্টিকালচার দফতরে সূত্রে জানানো হয়, বর্ষাজনিত কোনও ক্ষয়ক্ষতি এখনও হয়নি। তবে এই সময়টা লঙ্কার দাম বরাবরই একটু বেশি হয়। আর এবার তো বর্ষার আগে থেকে বিভিন্ন সবজির দাম ঊর্ধ্বমুখী ছিলই। দামবৃদ্ধির সঙ্গে এখনও অতিবৃষ্টির কোনও সম্পর্ক নেই। বৃষ্টির পরিমাণ আমাদের হিসেব মতো অস্বাভাবিক নয়।

প্রসঙ্গত, উত্তর চব্বিশ পরগণা কৃষিকরণ ও হর্টিকালচার দফতর সূত্র যাই বলুক না কেন, জেলার বিভিন্ন হাটে, বাজারে সবজির দাম এই অতিমারি পরিস্থিতিতে মানুষের নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছে বলে মনে করছেন সাধারণ মানুষ।

মেলা হবে তো?

প্রথম পাতার পর

যে প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশের মানুষজন ঘরে বসেই গঙ্গা স্নানের মাহেন্দ্রক্ষণ দেখতে পেয়েছে। এমনকি গঙ্গাসাগরের পুণ্য জল ক্যুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বাড়িতে পৌঁছে গেছে। সুত্রের খবর এ বছর মেলায় গত বছরের তথ্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা হবে। এছাড়া পুণ্যার্থীদের জন্য বেশি করে বাস, বার্জ চালানো হবে। মূল সাগরদ্বীপে প্রবেশের সময় পুণ্যার্থীদের থার্মাল গানে তাপমাত্রা মাপা হবে। মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হবে। প্রয়োজনে মেলা প্রাঙ্গণে পৃথক কোভিড সেফ জোনও তৈরি করা হবে। ইতিমধ্যেই সাগরের বিধায়ক বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা কচুবেড়িয়া ঘাটে একটি স্যানেটাইজ চ্যানেল বসিয়েছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা প্রশাসনের এক কর্তা বলেন সবে মাত্র একটা সভা হয়েছে। পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে ধীরে ধীরে পরিকল্পনা করা হবে। মেলা বন্ধ হবে না এটা আশা করতে পারেন।

জমা জলের দুর্ভোগ

প্রথম পাতার পর

ফলে বাসিন্দাদের একাংশ অনেকটা সময় জমা জলের মধ্যেই বসবাস করতে বাধ্য হন। এবারও যার অন্যথা হয়নি। শহরের ১১ নং ওয়ার্ডের সমাজবাটি এলাকায় ফি বছরের মতো এবারও একাধিক পরিবার কার্যত জলবন্দি অবস্থায় কাটাচ্ছেন বলে জানা গেছে। গত রবিবার কিছু যুবক এখানে এক অসহায় বৃদ্ধাকে তাঁর জলমগ্ন ঘর থেকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়েছেন।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের আমলে শহরে চটকদারী উন্নয়ন হচ্ছে। নীল–সাদা রংয়ের সুদৃশ্য পুরভবনে আরাম আর আতিশয্যের বন্যা।পুরসভার পরিচয় তুলে ধরে একাধিক রাস্তায় তোরণ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। আলোর পরে আলো লাগিয়ে, ফোয়ারা বসিয়ে সৌন্দর্যায়নের নামে অর্থের অপচয় হচ্ছে। অথচ পুরসভার বিভিন্ন জায়গায় রাস্তাঘাট ও নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল, যত্রতত্র আবর্জনা পড়ে থাকায় পরিবেশ দূষণ হলেও পুর কর্তৃপক্ষের সেদিকে হুঁশ নেই।

সিপিএমকে হটিয়ে ২০১৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেস এই পুরবোর্ড দখল করার পর এলাকায় সার্বিক উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। নতুন পুরবোর্ড গঠনের মাস কয়েক পরে গুসকরায় আয়োজিত জেলা প্রশাসনিক সভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় দাঁইহাটের তৎকালীন পুরচেয়ারম্যান শিশির কুমার মণ্ডলকে মানুষেরই জন্য কাজ করে সুপ্রশাসন প্রমাণ করার নির্দেশ দিলেও তা যে এখনও বাস্তবায়িত হয়নি সেটা শহরবাসী ভালোভাবেই পদে পদে টের পাচ্ছেন।

ত্রিকোণ প্রেমে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ত্রিকোণ প্রেমের জন্য ২৮ আগস্ট রাত্রে কলহপুর গ্রামে জাকির শেখ নামে এক ব্যাক্তিকে গলার নলি কেটে খুন করার অভিযোগ উঠলো বাবু শেখের বিরুদ্ধে। পুলিশ বাবু শেখ এবং এক আদিবাসী মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে। অন্যদিকে, পারিবারিক বিবাদে কাশীপুর গ্রামে দেওরের দুবছরের শিশুকে আলমারিতে ভরে খুন করার অভিযোগে পুলিশ জেঠুমা তাজমিরা বিবিকে গ্রেপ্তার করলো। মৃতের নাম আতিফ খান। ৮ আগস্ট বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে তাজমিরাকে সাতদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

গ্রেপ্তার ৬

নিজস্ব প্রতিনিধি : চরিচা গণ ধর্ষণ কান্ডে ২৪ আগস্ট রাত্রে আরো ছয়জনকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। ২৫ আগস্ট সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতদের ছয়দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। এইঘটনায় মোট এগারোজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অন্যদিকে, এক তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় বিজেপি বিধায়ক মনিরুল ইসলামের দাদা আনারুল ইসলামকে ২০ আগস্ট সন্ধ্যায় কাশীপুর থেকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। ২১ আগস্ট বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে ধৃতকে নয়দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

কোভিডে পাখির চোখ র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি :কোভিড সংক্রমণ মহামারি রূপ নিতে 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' থেকে শুরু করে একাধিক আর্ন্তজাতিক সংস্থা, 'আইসিএমআর' প্রত্যেকেই কোভিড টেস্ট বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই জুন মাস থেকে নোভেল করোনা ভাইরাস চিহ্নিতকরণের তালিকায় যুক্ত হয়েছে 'র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট'। মাত্র ১৫-৩০ মিনিটের মধ্যেই করোনা আক্রান্তকে প্রায় ১০০ শতাংশ নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করা যায়। তাই এই টেস্ট এখন দেশের তো বটেই, রাজ্যেরও পাখির চোখ। এদিকে লক্ষ্য রেখেই গত ২৩ আগস্ট থেকে কলকাতা পুরসংস্থার নতুন প্রকল্প 'কোভিড টেস্টিং অ্যাট ইওর ডোর স্টেপ'এ মাত্র তিন-চার দিনেই বিপুল সাড়া পাওয়া গিয়েছে। কলকাতার বিভিন্ন আবাসন বা বাজার সমিতির পক্ষ থেকে পুরসংস্তার মুখ্য প্রশাসকের নিজস্ব হোয়াটস অ্যাপ নম্বর ৯৮০০৩৭৪৯৩-তে যোগাযোগ করে সম্পূর্ণ রূপে বিনামূল্যে পরীক্ষা করানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। পুর সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই প্রায় ৭৫টির বেশি আবাসন থেকে আবেদন জমা পড়েছে। ইতিমধ্যে ১৬টি আবাসনে পরীক্ষা করাও হয়েছে। কলকাতা পুরসংস্থার পর এবার হাওড়া পুরসংস্থাও বিনামূল্যে পুর এলাকার বেসরকারি আবাসনে 'র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট' ব্যবস্থা করেছে। সেজন্য আবাসিকদের আবেদন করতে হবে। এবং আবাসনের মধ্যে পুরসংস্তার ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ানদের জন্য একটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরের ব্যবস্থা রাখতে হবে। যোগাযোগের জন্য ৬২৯২-২৩২-৮৭০ এবং ৬২৯২-২৩২-৮৭১ এই নম্বর দুটির যে কোনও একটিতে 'হোয়াটস অ্যাপ' করে জানাতে হবে। হাওড়া পুরসংস্থার কন্ট্রোল রুমের নম্বর : ২৬৩৭-১৭৩৫ এবং ২৬৩৮-৩২১১। রাজ্যের 'কোভিড ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কনটেনমেন্ট কমিটি'র স্টেট কো-অর্ডিনেটরে'র বক্তব্য, আরটি-পিসি আর টেস্টের সেনসিটিভিটি ৭০ শতাংশের মতো। কিন্তু টেস্টের রিপোর্ট আসতে লেগে যায় কম করে তিন দিন। আর এক্ষেত্রে সেনসিটিভিটি ৬০-৬৫ শতাংশ। অনেক রোগীর

মধ্যে দ্রুত কোভিড পজিটিভ বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে এই টেস্ট খুবই কার্যকরী। তবে এই টেস্টের দুর্বলতা হল শরীরে 'ভাইরাল লোড' কম থাকলে রিপোর্ট 'ফলস নেগেটিভ' দেখায়। ফলে অনেক 'পজিটিভ' রোগীরও 'ফলস নেগেটিভ' আসার সম্ভাবনা। এই 'ফলস নেগেটিভ'-এর প্রবণতার জন্যই স্বাস্থ্যমন্ত্রক উপসর্গ বুঝে নেগেটিভ ব্যক্তিদের ফের আরটি-পিসিআর টেস্টের পরামর্শ দিয়েছে। ভাইরাসের আরএনএ পৃথক করে আরটি-পিসিআর টেস্টে 'ফলস নেগেটিভ' আসার সম্ভাবনা অনেক কম।

কোভিড ও লকডাউনে মহেশতলায় আয় কমল

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোভিড এবং তার জেরে জারি হওয়া লকডাউন পর্বে (এপ্রিল থেকে জুন) পর্যন্ত সম্পত্তিকর বাবদ আয় তলানিতে নেমে এসেছিল কলকাতা পুরসংস্থার। যা আদায় হয়েছে পুরোটাই হয়েছে অনলাইনে। তবে লাগোয়া উত্তরের দক্ষিণ দমদম পুরসভাতে লকডাউন পর্বে সম্পত্তি কর আদায়ের ক্ষেত্রে তেমন কোনও হেরফের ঘটেনি। মার্চ থেকে জুলাই পর্যন্ত পুরকর বাবদ জমা পড়ে ৭২ লক্ষ টাকা। গত বছর

এই একই সময়ে জমা পড়েছিল ৮২ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এবার ১০ লক্ষ টাকা কম জমা পড়ে। আর এর বেশিরভাগই আদায় হয়েছে অনলাইনে। কলকাতার দক্ষিণ-পশ্চিম স্থিত ৪৪.১৭৫৮ বর্গ কিলোমিটার ক্ষেত্রমান বিশিষ্ট ৩৫টি ওয়ার্ড সমন্বিত মহেশতলা পুরসভায় সম্পত্তি কর জমায় অনলাইন পরিষেবা এখনও চালু না হওয়ায় লকডাউন চলাকালীন এপ্রিল ও মে মাসে কোনও সম্পত্তি কর আদায় হয়নি। যদিও ২০১৯-এর এপ্রিল ও মে'তে যথাক্রমে ৭৬,১৬,১০৬ টাকা এবং ২৭,৭৫,০১০ টাকা সম্পত্তি কর জমা পড়েছিল। জুনে পুর অফিস খুললে ৬৯,৭৫,৭৩৫ টাকা সম্পত্তি কম পড়ে। যদিও ২০১৯-এর জুনে সম্পত্তি কর জমা পড়ে ৬৫,২৬,৭৮৬ টাকা। চলতি বছরের জুলাইয়ে কর আদায়ে আবার ব্যাপক ধাক্কা। কেন্দ্রীয় পুর ভবনের সম্পত্তি কর গ্রহণের একাধিক কাউন্টার খোলা রইল সারা জুলাইয়ে জমা পড়লো মাত্র ৪৪,১৭,৯১৩ টাকা। যেখানে ২০১৯-এর জুলাইয়ে জমা পক্ষে ৯৪,৫৮,০৭০ টাকা। চলতি অর্থবর্ষের প্রথম চার মাসে সম্পত্তি কর বাবদ মোট আদায় হয়েছে মাত্র ১,১৩,৯৩,৬৪৮ টাকা সেখানে গত অর্থবর্ষের প্রথম চারমাসে আদায় হয় ২,৬৩,৭৫,৯৭২ টাকা। সম্পত্তি কর আদায়ে এতোটা ঘাটতির কারণ হিসাবে পুরসভার প্রশাসক মণ্ডলীর অন্যতম। সদস্য আবুতালেব মোল্লা বলে, অতিমারি করোনা ভাইরাস, দীর্ঘ লকডাউন তার সঙ্গে আমফান মূলক এই তিন কারণে এবার আমাদের সম্পত্তি কর এতো ঘাটতি চলছে। যদিও কর জমা নিয়ে লাগাতার আর্জি জানানো হচ্ছে। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ট্যাক্স কালেক্টররা আছেন। তারা ট্যাক্স দাতাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন। সেজন্যই গত অর্থবর্ষে সম্পত্তি কর আদায়ে রাজ্যের ১১৭টি মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে সবচেয়ে বেশি কর আদায় করে মহেশতলা পুরসভা। এ কারণে রাজ্যে নগরোন্নয়ন এ পুর বিষয়ক দফতর থেকে মহেশতলা পুরসভা ন'লক্ষ টাকা পুরস্কৃত হয়। যা মহেশতলা পুরসভার দীর্ঘ ২৬ বছরের ইতিহাসে প্রথমবার। পুরো টাকাটাই মহেশতলার উন্নয়ন খাতে ব্যয় করা হয়। এই পুরসভার স্থায়ী কর্মীদের বেতনের পুরোটাই দেয় রাজ্য সরকার। আর অস্থায়ী কর্মীদের বেতন অবশ্য দিতে হয় পুর কোষাগার থেকে। ফলে পুরকর বাবদ রোজগারে ভাটা আসায় বেতন দিতে সমস্যা হচ্ছে। মহেশতলা পুরসভার সম্পত্তি করের হার কেমন? অন্যতম প্রশাসক আবুতালেব মোল্লা বলেন, কলকাতা যেহেতু পুরসংস্থা, তাই সেখানে করের হার বেশ চড়া। সেখানে একজন নাগরিককে পুর কর বাবদ বছরে ৫০০ টাকার অধিক দিতে হলে এই এলাকায় সেটা ২০০ টাকারও কম। এর ফলে সাধারণ নাগরিকরা মোটামুটি ভাবে সম্পত্তি কর বছর বছর মিটিয়ে দেয়। কিছু নাগরিক সম্পত্তি কর খুবই অনীহা।

ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়ে রাজপথে নামল পর্যটন ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আম্ফান আর টানা লকডাউনের ফস্কা গেরো থেকে কাটিয়ে উঠে কিছুটা হলেও স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছে সাধারণ মানুষজন। দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর ঘুরে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর জনজীবন,ব্যবসা-বাণিজ্য,শিল্পতালুকগুলো। তবে করোনা সক্রমণের পর থেকেই সব থেকেই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পর্যটন ব্যবসা। সমগ্র দেশজুড়ে পর্যটন সস্থার অফিসগুলো তে তালা ঝুলছে। কর্মী ছাঁটাই ও অব্যাহত।এমন পরিস্থিতি দীর্ঘদিন চলতে পারে না। আর সেই কারণে নতুন করে গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে সুন্দরবনের পর্যটন শিল্প।

সামনেই উৎসবের মরশুম। আর পর্যটন শিল্পের উপযুক্ত সময় এই উৎসব মরশুম। দীর্ঘদিন পর মূল্যবান এই উৎসবের মরশুম কাজে লাগাতে বদ্ধ পরিকর পর্যটন ব্যবসায়ীরা। আর সেই কারণে সাধারণ মানুষকে ভ্রমণের আমন্ত্রণ বার্তা জানিয়ে পাশাপাশি সরকারের নজরে পর্যটন ব্যবসাকে তুলে ধরতে সুন্দরবনের সিংহদুয়ার ক্যানিংয়ের বাসষ্ট্যান্ডে মঙ্গলবার দুপুরে এক অবস্থান বিক্ষোভ এর মাধ্যমে বার্তা দিলেন ক্যানিং পর্যটন ব্যবসায় যুক্ত ব্যবসায়ীরা।

ক্যানিং সুন্দরবন পিপুল ওয়াটার সোসাইটির সভাপতি হরেন ঘোড়ুই বলেন, সমগ্র দেশ জুড়ে আজ এমনই বার্তা আমরা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। সরকারি বিধিনিষেধ মেনেই আমরা পর্যটন ব্যবসা চালু করতে রাজি। সরকার আমাদের কথা ভেবেই ছাড়পত্র দিক। তা ছাড়া দীর্ঘদিন লকডাউনের জেরে ব্যবসা বন্ধ থাকায় সমস্ত দিক দিয়েই ক্ষতি হয়েছে পর্যটন ব্যবসায়ীদের। সরকারের কাছে আমাদের দাবি সুন্দরবনে পর্যটন ব্যবসা কে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অবিলম্বে সরকারি অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। এদিকে পর্যটন ব্যবসায়ীরা বাঁচবেন অন্যদিকে সরকার ও তার মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

পুলিশের ভয়ে মাস্ক পরি ঃ পঞ্চায়েত প্রধান

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার বিতর্কে ভাঙড়ের এক তৃণমূল প্রধান মোদাসের হোসেন।বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানে এসে তিনি বলেন 'পুলিশের ভয়ে মাস্ক পরি, রোগের ভয়ে নয়।'থানার ওসির সামনে এমন কথা বলায় নতুন করে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে ভাঙড় ২ ব্লকের ভোগালী ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে ঘিরে।যার জেরেঅস্বস্তিতে পড়েছে দল।বারুইপুর পুলিশ জেলার উদ্যোগে প্রতিটি থানা এলাকায় শুরু হয়েছে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি । সেই

সূচি মেনে কাশীপুর থানারউদ্যোগে ভোগালী ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শনিবার বৃক্ষরোপন করতে আসেন কাশীপুরের ওসি প্রদীপ পাল।তিনি দেখেন করোনা বিধিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এক হাজারেরও বেশি মানুষ জমায়েত করেছেন প্রধান মোদাসের হোসেন।প্রধান সহ কোনও তৃণমূল কর্মীর মুখে মাস্ক নেই।এটা দেখেই ওসি প্রধানকে মাস্ক পরতে বলেন।তখনই মোদাসের বলেন, 'আমি পুলিশকে ভয় পাই,তাই পুলিশের ভয়ে মাস্ক পরলাম।'এ ব্যাপারে তৃণমূল দলের তরফে কোনো মতামত পাওয়া যায় নি।

পাখির কৃত্রিম বাসা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের পাখিদের বাঁচাতে ম্যানগ্রোভ গাছে এবার কৃত্রিম বাসা তৈরির কাজে হাত লাগালো সরকার। বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্য সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ জঙ্গলে পাখির বাসা তৈরির কর্মসূচি নিয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। জেলার 'এমজিএনআরইজিএ' দপ্তরের মাধ্যমে এই সুন্দরবনের বাচ্চা। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেল,আমফান ঝড়ে মানুষের প্রচুর বাড়িঘর ভেঙে গিয়েছে।পশু পাখিদের বাসা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এই পাখিদের কৃত্রিম বাসা বানিয়ে দেওয়ার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। আপাতত সুন্দরবনে একরকম এক হাজার বাসা তৈরির পরিকল্পনা করেছে প্রশাসন।এই বাসা তৈরির

নদী সংলগ্ন এলাকার ম্যানগ্রোভ গাছে গাছে পাখির কৃত্রিম বাসা বানিয়ে দেওয়ার কাজ শুরু হলো। মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে সেই কাজ। এদিন সুন্দরবনের গোসাবার ছোটো মোল্লাখালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সাড়ে ৫০০ বাসা বানানো হয়েছে। ২০ মে ২০২০ তারিখের 'আমফান' ঝড়ে প্রচুর বাড়িঘর ভেঙে পড়েছে। বড় বড় গাছের ডালপালা ভেঙে পাখির বাসা সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। নষ্ট হয়ে গিয়েছে অসংখ্য ডিম এবং মারা গিয়েছে বহু ছোটো পাখির কাজটা করছেন মূলত একশো দিনের কাজের সঙ্গে যুক্ত ম্যানগ্রোভ শ্রমিকরা। এদিন জনাপঁচিশ শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের স্কুল পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের নিয়ে গাছে গাছে মাটির ভাঁড়ের বাসা বাঁধা হলো।এদিন গোসাবার ছোটো মোল্লাখালিতে নদীর চড়ে কেওড়া, ধুঁদুল, পশুর এবং বাইন গাছে ভাঁড় বাঁধা হয়েছে। সারাবছর ধরে এই কাজ চলবে। স্থানীয় গ্রামবাসীদের এগুলো নজর রাখতে বলা হযেছে। কেউ যেন পাখিদের বাসা ভেঙে না ফেলে এবং তাদের উত্যক্ত না করে। এই বিষয়ে তাঁরা পরিবেশ সচেতন কিছু যুবকদের নিয়ে গ্রামে সচেতনতা মূলক প্রচারও চালাচ্ছেন।এমজিএনআরইজিএ প্রকল্পর মাধ্যমে মানুষের বাড়ি বানিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে পাখিদের স্থায়ী বাসস্থান গড়ে দেওয়া হচ্ছে।

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ সুনিশ্চিত প্রকল্পের জেলা আধিকারিক সৌরভ চট্টোপাধ্যায় বলেন,আমরা সুন্দরবনের স্থানীয় মানুষদের নিয়ে সমগ্র সুন্দরবনে নদীর বাঁধ বরাবর ম্যানগ্রোভ গাছের প্রাচীর গড়ছি কয়েক বছর ধরে। ইতিমধ্যে প্রচুর পাখি কলোনি করা হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক ঝড়ে তাদের বাসা ভেঙে গিয়েছে। তাই ওইসব জঙ্গলে আবার পাখিদের বাসা বানিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের এমন একটা ভালো উদ্যোগে খুশি পরিবেশবিদ থেকে শুরু করে ও পক্ষী প্রেমীরা।

যন্ত্রণাহীনভাবে ইঞ্জেকশন এবং টিকাকরণের উপকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশে চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীদের নানান যন্ত্রণার আতঙ্ক তাড়া করে বেড়ায়। আইআইটি খড়্গপুরের গবেষকরা এমন দুটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন যার সাহায্যে যন্ত্রণা-বিহীন চিকিৎসা করা সম্ভব হবে। গবেষকের এই দলটি মাইক্রো-নিডল এবং মাইক্রো-পাম্প উদ্ভাবন করেছেন, যেগুলি চামড়ার মধ্য দিয়ে ওষুধ প্রয়োগ করার সময় রোগীর কোনও যন্ত্রণা হবে না।

গবেষকদের উদ্ভাবিত মাইক্রো-নিডল আকারে যেমন ক্ষুদ্র, একইভাবে চামড়া ভেদ করার সময় এই সূঁচ ভেঙে যাবে না। অধ্যাপক তরুণকান্তি ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে এই উদ্ভাবনের কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। অধ্যাপক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, তাঁদের উদ্ভাবিত মাইক্রো-নিডল এবং মাইক্রো-পাম্পের সাহায্যে শরীরে ওষুধ প্রয়োগ করার সময় এগুলি ত্বকে কোন যন্ত্রণার সৃষ্টি করবে না। আবার, এগুলি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে অন্য কোনও সমস্যাও দেখা দেবে না। এই মাইক্রো-নিডলটি কার্বন মাইক্রো ইলেক্ট্রো-

মেকানিক্যাল পদ্ধতিতে তৈরি হয়েছে। বর্তমানে, বাজারে যে সূঁচের সাহায্যে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়, এটি তার থেকেও ৪.৮ গুণ বেশি শক্ত। ত্বকে প্রবেশ করানোর সময় প্রচলিত সূঁচের থেকে ৩৬৩ গুণ বেশি ক্ষমতাশালী এই সূঁচ সহজেই ত্বক ভেদ করে ভেতরে ঢুকবে। এর মাধ্যমে ০.০১২ মাইক্রো-লিটার তরল ওষুধ ১ সেকেন্ডের মধ্যেই শরীরে প্রবেশ করানো যাবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চামড়ার মধ্য দিয়ে ওষুধ প্রয়োগ করার সময় তাতে রোগীর কোনও যন্ত্রণা অনুভব হয় না। ভারতে এ ধরনের সূঁচ তৈরি করা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছিল। উদ্ভাবিত এই সূঁচটির একটি চুলের সমান আয়তন। যে মাইক্রো-পাম্পের সাহায্যে ওষুধ রোগীর শরীরে প্রবেশ করবে, সেটি এত ক্ষুদ্র, যে ত্বকের স্নায়ুতে কোন প্রভাব পড়বে না। এর ফলে, রোগীর কোনও যন্ত্রণাও হবে না।

ওষুধ প্রয়োগের এই উপকরণগুলি ইতিমধ্যেই প্রচলিত পরীক্ষার অঙ্গ হিসেবে প্রাণীর শরীরে প্রয়োগ করা হয়েছে। গবেষকরা ইতিমধ্যেই ভারতে এর স্বত্বের জন্য আবেদন করেছেন। নেচার এবং আইইই পত্রিকায় এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন-ও প্রকাশ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর আইআইটি খড়্গপুরের এই গবেষণার কাজে অর্থ জুগিয়েছে।

প্রণব মুখার্জিকে যেমনটা দেখেছি

দীপককুমার বড় পণ্ডা

১৯৯১ সাল নাগাদ প্রণব মুখোপাধ্যায়কে খুব কাছে থেকে দেখা এবং কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম। তিনি তখন যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান। আর আমি তখন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তিনি এসেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতি বিভাগের নতুন বাড়ির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে। কথায় কথায় বিদ্যানগর কলেজে অধ্যাপনা করার কথা বললেন। আমাদের এক শিক্ষক তাঁর সেইসময়ের সহকর্মী ছিলেন। অনেক স্মৃতিচারণা হল। বেশ ভালো লাগছিল, এতবড় একজন মানুষকে কাছে পেয়ে। পরবর্তীকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার আমতলা বিবিরহাট রোডে বিদ্যানগর কলেজে অনেকবার গেছি। প্রতিবারেই প্রণব মুখার্জির কথা মনে এসেছে। দেখেছি, এখানকার বহু মানুষই প্রণব মুখার্জির স্মৃতি নিয়ে বাঁচেন, সে চায়ের দোকানি হোন অথবা অধ্যাপক। যে চায়ের দোকানে প্রণব বাবু নিয়মিত চা খেতেন, তিনি তো 'প্রণব স্যারের' কথাতে আনন্দে আটখানা হতেন। আবার অধ্যাপক শুভেন্দু বারিক, যিনিও প্রাক্তন এই রাষ্ট্রপতির সহকর্মী ছিলেন, তিনিও আপ্লুত হন প্রণব বাবুর কথায়। হবেন না কেন, ডায়মন্ডহারবার রোডে হেঁটে যাওয়ার সময় রাষ্ট্রপতির গাড়ি যদি দাঁড়িয়ে যায় শুভেন্দু বাবুর পাশে, তবে তো একটা ভালো লাগা কাজ করেই। আসলে প্রণব বাবু মাটির কাছাকাছি ছিলেন সবসময়।

২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তখন তিনি রাষ্ট্রপতি, তাঁর সঙ্গে একবার কথা বলার সুযোগ হল। গুরুসদয় মিউজিয়ামের কিছু সমস্যা নিয়ে কথা বলার জন্য সাহিত্যিক-সমাজসেবী মহাশ্বেতাদেবী যোগাযোগটা করে দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়কে ফোন করে মহাশ্বেতাদেবী বললেন, 'প্রণব তুমি দীপকের সঙ্গে কথা বলো, ওদের সমস্যাটা শোন।' সমস্যার কথা মন দিয়ে শুনেছিলেন অনেকক্ষণ। সমাধানের জন্য কী করতে হবে তা জানিয়েছিলেন। কথায় বেশ আন্তরিকতা ছিল, কোনোসময় আমার মনে হয়নি ফোনের উল্টোদিকে তখন ভারতবর্ষের প্রথম নাগরিক।

১৯৯১ সালে যেমনটাই দেখেছিলাম, ঠিক তেমনটাই। কথা শেষ হলে মহাশ্বেতাদি বললেন, 'কয়েকটা বই লেখার জন্য রাষ্ট্রপতিকে নাম ধরে সম্বোধন করতে পারছি।' ৯০ পার করা এই সাহিত্যিকের কাছ থেকে এক রুচিবান সংস্কৃতিমনস্ক রাষ্ট্রপতি নিশ্চয় এর বেশি কিছু চাইতেনও না। তিনি চাইতেন, মহাশ্বেতাদেবী তাঁকে নাম ধরে ডাকুন। এর পরিচয় আমি তাঁর বীরভূমের গ্রামের বাড়ি কীর্ণাহারে গিয়ে পেয়েছি। সেখানে তিনি রাষ্ট্রপতি নন, সেখানে তিনি একজন গ্রামীণ মানুষ, একজন সাধারণ মানুষ। এই পরম্পরা নিয়েই হয়তো তিনি বাঁচতে চেয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে (৩১ আগস্ট, ২০২০) বাঙালি-পরম্পরার অনেক ক্ষতি হল।

প্রণব-স্মৃতি

বিশ্বরূপ দে

জীবনে কিছু এমন ঘটনা ঘটে থাকে যা চিরস্থায়ীভাবে আমাদের স্মৃতির সরণীতে জায়গা করে নেয়। ঘটনাচক্রে প্রণববাবুর সাথে তেমনই কিছু স্মৃতি রয়েছে আমার।

আমি তখন সিএবি-র কোষাধ্যক্ষ। ২০১৩ সালে বাংলার অনূর্ধ্ব ১৬ দল সর্ব ভারতীয় টুর্নামেন্ট খেলতে দিল্লি গিয়েছিল। সেইসময় দেশের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি। বাংলা ক্রিকেট দল রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রবল চেষ্টা করলেও কোন ভাবেই সাক্ষাত করা সম্ভব হচ্ছিল না। অবশেষে প্রোটোকল মেনে সিএবি থেকে সাক্ষাতের জন্য লিখিত অনুরোধপত্র পাঠাই। সেকথা জানা মাত্রই তৎকালীন রাষ্ট্রপতি নিজ উদ্যোগে বাংলার জুনিয়র দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করেন। শুধু তাই নয়, আন্তরিকভাবে খুদে ক্রিকেটারদের সহিত নিজের অতি মূল্যবান সময় অতিবাহিত করেন। সিনিয়র দলের খেলোয়াড়দের সাথে সাক্ষাত করার আগ্রহ সকলেরই থাকে। কিন্তু জুনিয়র খেলোয়াড়দের সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছে সকলের মধ্যে সেভাবে পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু প্রণববাবু যেভাবে জুনিয়র খেলোয়াড়দের সাথে সময় অতিবাহিত করেছিলেন তা ছিল অভাবনীয়।

আজ আরও একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। সালটা ঠিক মনে নেই, আমি তখন সিএবির একজন নবাগত সদস্য,কোনও পদাধিকারী নই। তা সত্ত্বেও তৎকালীন সিএবি প্রেসিডেন্ট জগমোহন ডালমিয়া মহাশয় সিএবির নিউজ লেটার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশের তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখার্জিকে অতিথি হিসেবে সিএবিতে আনার দায়িত্ব আমাকে দিয়েছিলেন। আমার সঙ্গী ছিলেন আরেক বর্ষীয়ান সদস্য অলোক নন্দী মহাশয়। প্রদেশ কংগ্রেস অফিস থেকে সিএবি আসার সময় তাঁর যাত্রাসঙ্গী ছিলাম আমি ও অলোকদা। অলোকদা বসেছিলেন সামনের সিটে আর আমি বসেছিলাম গাড়ির পিছনের সিটে ঠিক প্রণববাবুর পাশে। এতটাই অমায়িক ছিলেন প্রণববাবু যে যাত্রাপথে কোনো মুহূর্তের জন্য তার ব্যবহারে মনে হয়নি, যে একই গাড়িতে দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সাথে সওয়ার হয়েছি আমি, বরং মনে হয়েছিল যেন বহু পরিচিত আপনজনের পাশে বসে যাচ্ছি। এমন একজন অমায়িক, অতিথিপরায়ণ,উদার মনের মানুষের মৃত্যুতে মন ভীষণ ভারাক্রান্ত। তাঁর মৃত্যুতে ভারতীয় রাজনীতিতে যে শূন্যতা সৃষ্টি হলো তা অপুরণীয়।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com